NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ধর্মঘটের ডাকের মধ্যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিন

শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে পরিকল্পনা করেই হামলা, দাবি ওয়েবকুপা'র ৩

কলকাতা ৪ মার্চ ২০২৫ ১৯ ফাল্গুন ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.03.2025, Vol.18, Issue No. 262, 8 Pages, Price 3.00

যাদবপুরকাণ্ড ঘিরে ছাত্র ধর্মঘটে তপ্ত নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোথাও বিক্ষোভকারীদের মার, চলল কিল-চড়-ঘুষি, বাদ গেলেন না মহিলারাও। কোথাও আবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশই তুলে নিয়ে গেল বিক্ষোভকারীদের। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আবহে যাদবপুরকাণ্ড ঘিরে ছাত্র ধর্মঘটের ডাকে সোমবার সকাল থেকেই তপ্ত রাজ্যের নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। তবে সার্বিক ভাবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের প্রভাব কমই।

গত শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হেনস্থার শিকার হন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভের সময় আহতও হন মন্ত্রী। তার পরেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে যাদবপুরে। তাতে জখমও হন শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো দুই পড়ুয়া। তাঁদের মধ্যে এক জন সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর কর্মী। অন্য জন আরএসএফের। অভিযোগ, দুই পড়ুয়ার মধ্যে এক জনকে চাপা দিয়েছে মন্ত্রীর গাড়ি। আর জনের পায়ের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে। এরই প্রতিবাদে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয় এসএফআই।

সোমবার সকাল থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই এবং ডিএসও। পঠনপাঠন বন্ধ কলা বিভাগে। কিন্তু হাতাহাতি বা ধস্তাধস্তির মতো গন্ডগোল সেই অর্থে হয়নি। সোমবার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা ছিল। সেই পরীক্ষাও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, অনেক ছাত্র পরীক্ষা দিতে আসেননি। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তবে অনেক পরীক্ষার্থীদের দাবি, ধর্মঘটের জেরে তাঁরা পরীক্ষা দিতে সাহস পাচ্ছিলেন না প্রথমে।

যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের প্রভাব থাকলেও রাজ্যের সর্বত্র সেই ছবি দেখা গেল না। অধিকাংশ জায়গায় ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে গন্ডগোল বাধে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষের জেরে জখমও হন দু'জন। সকালে মেদিনীপুর কলেজেও একই ছবি দেখা গিয়েছে। পড়ুয়াদের কলেজে ঢুকতে বাধা দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। কয়েক জন বিক্ষোভকারীকে আটক করেও নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। তবে ওই অশান্তির পর ক্লাস হয়েছে কলেজে।

ডিএসও কর্মীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া কলেজে। টিএমসিপি কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন ডিএসও কর্মীরা। দু'পক্ষের হাতাহাতিতে জখমও হন কয়েক জন। বিক্ষোভকারী এক ছাত্রীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সেখানে। পশ্চিম বর্ধমানের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়েও সে ভাবে ধর্মঘটের কোনও প্রভাব দেখা যায়নি। স্বাভাবিক নিয়মে পঠনপাঠন চলছে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত স্টেট ইউনিভার্সিটিতেও।

তবে ধর্মঘটের সামান্য প্রভাব দেখা গিয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোনও বিভাগে ক্লাস হয়েছে। আবার কোনও কোনও বিভাগে ক্লাস হয়নি। সেখানে টিএমসিপি-র সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষও বেধেছিল এসএফআই এবং ডিএসও-র কর্মীদের। ধস্তাধস্তিতে এসএফআই-এর দু'জন জখমও হন। পরে পুলিশে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ফের তুলকালাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের তুলকালাম। ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ল বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র সদস্যরা। গেট থেকে বামেদের পতাকা ছুড়ে ফেলে দলীয় পতাকা ওড়ায় তারা। সোমবার সন্ধের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যত ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা। সবমিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেট চত্বর রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে র‍্যাফ। যাদবপুর কাণ্ডে এদিন ফের রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বিকেলেই যাদবপুর থানা মিছিলের ডাক দিয়েছিল বাম ছাত্র সংগঠনগুলি।

দায়ের জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরের ঘটনায় এবার হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। পুরো ঘটনা শুনে মামলা রুজুর অনুমতি দেন বিচারপতি। বৃহস্পতিবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন জানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ছাত্রদের। প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে এজলাসে মামলা দায়ের। মামলাকারীদের অভিযোগ, গত শনিবার বিকেলে ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

আজ বদলার সেমি ফাইনাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। গত এক দিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে রোহিত শর্মাদের হারতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছেই। টানা ছ'টি এক দিনের ম্যাচ জেতা ভারতীয় দল আত্মবিশ্বাসী হলেও স্টিভ স্মিথদের হালকা ভাবে নেওয়া যায় না। তার উপর হারলেই বিদায়।

আটক সন্দেহভাজন জঙ্গি

আমদাবাদ, ৩ মার্চ: গুজরাত এটিএস ও ফরিদাবাদ এসটিএফের যৌথ অভিযানে পাকড়াও করা হয়েছে এক সন্দেহভাজন জঙ্গিকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে, ২টি হ্যান্ড গ্রেনেড ও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ভিডিও। যাতে দেখা গিয়েছে, ধর্মীয় কিছু স্থানের ছবি। আটক সন্দেহভাজন আবদুল রেহমান (১৯) উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদের মিল্কিপুরের বাসিন্দা। রবিবার গভীর রাতে ফরিদাবাদে তল্লাশি চলাকালীন সোহনা রোডের পালি এলাকার একটি বাড়ি থেকে আবদুলকে আটক করা হয়েছে বলে খবর। গুজরাত এটিএসের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমদাবাদে ফের একটি জঙ্গি সংগঠনের বাড়বাড়ন্তের খবর পাওয়া গিয়েছে। আর সেই সূত্র ধরেই তল্লাশি চালিয়ে আবদুল রেহমানকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

নবরত্ন কোম্পানির মর্যাদা পেল আইআরসিটিসি ও আইআরএফসি

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: ভারত সরকার ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-কে নবরত্ন কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিষয়ক বিভাগ এক্স হ্যান্ডলে পোস্টের মাধ্যমে এই ঘোষণা দেয়। এর মাধ্যমে আইআরসিটিসি ২৫ তম ও আইআরএফসি ২৬ তম নবরত্ন সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলো।

আইআরসিটিসি , যা রেল মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪,২৭০.১৮ কোটি টাকার বার্ষিক আয়, ১,১১১.২৬ কোটি টাকার কর-পরবর্তী মুনাফা এবং ৩, ২২৯.৯৭ কোটি টাকার নিট সম্পদ অর্জন করেছে। অন্যদিকে, আইআরএফসি একই মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সংস্থা, যার বার্ষিক আয় ২৬,৬৪৪ কোটি টাকা প্যাট ৬,৪১২ কোটি টাকা এবং নিট সম্পদ ৪৯, ১৭৮ কোটি টাকা।

নবরত্ন মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব উভয় সংস্থার দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই মর্যাদা প্রাপ্তির ফলে আইআরসিটিসি ও আইআরএফসি আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন ও বিনিয়োগের সুযোগ পাবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ক্যামেরা হাতে...

সোমবার বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস উপলক্ষে গির অরণ্যে সাফারি করেন প্রকৃতি প্রেমী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন গির অরণ্যে সাফারির কিছু মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেন মোদি। সঙ্গে লেখেন, 'আজ সকালে, বিশ্ব বন্যপ্রাণ দিবস উপলক্ষে গিরের অরণ্যে সাফারিতে বেরিয়ে ছিলাম। আমরা সকলেই জানি, গুজরাতের গির আসলে এশিয়াটিক সিংহদের ঘর। আর এই গিরে পা রাখা আমার কাছে অনেকটাই স্মৃতিমেদুর। এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার সময় মাঝে মধ্যেই এখানে আসতাম।'

শিল্প বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে বরদাস্ত হবে না টালবাহানা: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় প্রশাসনিক টালবাহানা বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মাসে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পর সোমবার প্রথম নবান্ন সভাঘরে শিল্প সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, শিল্পের অনুমোদন দেওয়ার জন্য কোনও কাজ ফেলে রাখা যাবে না। কেউ যদি এই কাজে অবহেলা করেন বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই কাজ না করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, মানুষের কল্যাণে সরকারের গৃহীত প্রকল্পের জন্য কোনও টাকা নেওয়া যাবে না।

কলকাতার লেদার কমপ্লেক্স-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিউটেশন দেওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়েই কাজ করতে হবে বলে তিনি জানান। এই কাজ করার জন্য অনেক জায়গায় টাকার লেনদেন হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ধরনের লেনদেন বন্ধ করার দিকেও জোর দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন রাজ্যে অনেক শিল্পপতি বিনিয়োগ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রাজ্য জুড়েই বিভিন্ন জেলায় এই শিল্প স্থাপন এবং বিনিয়োগের কাজ চলছে। এর ফলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর, বীরভূমে ডেউচা প্রকল্প-সহ বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক কর্মসংস্থান হবে। এইসব বিনিয়োগে দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বাণিজ্য সম্মেলন থেকে আসা বিনিয়োগ প্রস্তাবের মধ্যে ইতমধ্যেই একহাজারের বেশি প্রকল্পকে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এদিনের মঞ্চ থেকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্তাদের উদ্দেশে নয়া ডেডলাইনও বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'সব ডিপার্টমেন্টে জমি পড়ে রয়েছে। অনেকে খোঁজও রাখেন না। প্রত্যেক বিভাগকে বলব, তাদের কোথায় কত জমি পড়ে রয়েছে, যেগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে, আগামী ৭ দিনের মধ্যে আমাদের জানাতে হবে হবে। যে না পাঠাবেন তাঁর সেই দপ্তরে থাকার অধিকার নেই।'

শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্য স্তরের শিল্প সমন্বয় কমিটির পোর্টালেরও এদিন উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পোর্টালের সাহায্যে রাজ্যের শিল্পায়নের জন্য সরকারের কোথায় কত জমি রয়েছে, কে বা কারা সেখানে শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদন করছেন, প্রকল্পের কাজ কতদূর এগোল-সহ শিল্প সংক্রান্ত সব তথ্যই জানা যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'মেধা থেকে দক্ষতা, বাংলা সবদিক থেকে এগিয়ে। অথচ গড়িমসির জন্য অনেক সময় অনেক প্রজেক্ট দেরি হয়ে যায়। এ জিনিস আর সহ্য করা হবে না। কোথায় আটকে রয়েছে, কী কারণ আটকে রয়েছে এগুলো দেখতে হবে। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে। গড়িমসির জন্য বাংলার ভবিষ্যত যেন নষ্ট না হয়। সেজন্যই এই পোর্টাল।'

কাজে কোথায় কী সমস্যা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্যস্তরে গঠিত শিল্প সংক্রান্ত কমিটকে নিয়ে চারদিন অন্তর বৈঠকে বসবেন মুখ্যসচিব। একইভাবে জেলায় জেলাশাসকদের নেতৃত্বে কমিটি গঠনের নির্দেশও দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'শুধুই কলকাতা কেন্দ্রিক শিল্প হলে তো হবে না, জেলাতেও আমাদের প্রচুর জমি রয়েছে। আইটি টু ক্ষুদ্র শিল্প- সব ক্ষেত্রেই বাংলা স্কিল এবং মেধায় সেরা। মনে রাখবেন, একটা বড় কারখানা হলে ১ থেকে দেড় হাজার চাকরি হতে পারে। কিন্তু ছোট ছোট কারখানা হলে লক্ষ লক্ষ চাকরি হতে পারে।' এবারের বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বাংলায় শিল্প স্থাপনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছে। এর আগে ১৯ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব এসেছিল।

গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন বৈঠক করতে কলকাতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গা জল বন্টনের তিরিশ বছরের মেয়াদের চুক্তি শেষ হবার আগেই ভারত-বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশনের বৈঠকে যোগ দিতে বাংলাদেশের ৭ সদস্যের কারিগরী প্রকৌশলীর দল সোমবার কলকাতায় আসেন। সন্ধেই হাওড়া-জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেসে ফারাক্কায় এসে পৌঁছয় দলটি। সন্ধেই নিউ ফারাক্কা স্টেশনে তাদের স্বাগত জানান ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের শীর্ষ কর্তারা, ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকেরাও। স্টেশন থেকে তাদের সিআইএসএফ ও স্থানীয় পুলিশের ঘেরাটোপে অতিথি নিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। পাঁচ দিনের ওই সফরে মঙ্গলবার তাঁরা ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর সন্নিহিত এলাকা পরিদর্শন করবে।

ফারাক্কায় গঙ্গা নদীতে জল স্তর, জলের প্রবাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখবেন তারা। ৫ই মার্চ ফারাক্কা থেকে দুই দেশের যৌথ নদী কমিশনের সদস্যরা কলকাতায় ফিরে যাবেন।

পরের দুই দিন ৬ এবং ৭ মার্চ কলকাতার এক ৫ তারা হোটেলে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেবেন তারা। ৭ সদস্যের ওই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেআরসিবি সদস্য মোহাম্মদ আবুল হোসেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ (৩৮ শতাংশ) গঙ্গার জলের উপর নির্ভরশীল। মূলত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এই জলের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর ওই চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়া ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩০ বছরের। আগামী বছর ২০২৬ সালে সেই মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। ৩০ বছরের সামগ্রিক চুক্তি অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে মে মাস- এই শুখা মরশুমে নদীতে ৭৫ হাজার কিউসেকের বেশি জল থাকলে ভারত পাবে ৪০ হাজার কিউসেক, অবশিষ্ট জল পাবে বাংলাদেশ। নদীতে ৭০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার কিউসেক থাকলে বাংলাদেশ পাবে ৪০ হাজার কিউসেক, অবশিষ্ট জল পাবে ভারত। আবার ৭০ হাজার কিউসেক বা তার কম থাকলে তা প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যেই সমান ভাগে ভাগ হবে।

২৪ ঘণ্টায় দায় স্বীকার-না করলে নথি প্রকাশ করবে না তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ৩ মার্চ: ভোটার আইডি কার্ড বা সচিত্র পরিচয়পত্র নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের 'ভুলের দায়' স্বীকার করতে হবে বলে দাবি করেছে তৃণমূল। সোমবার দলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন নয়াদিল্লিতে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, কমিশন 'ভুলের দায়' স্বীকার না করলে মঙ্গলবার তাঁরা এই বিষয়ে আরও নথি প্রকাশ করবেন। রবিবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কমিশন মেনে নিয়েছে যে, একই এপিক নম্বরে ভোটার আইডি কার্ড বা সচিত্র পরিচয়পত্র একাধিক রাজ্যে রয়েছে। তার মানেই সেই সচিত্র পরিচয়পত্র 'ভুয়ো' নয়। সেই নিয়েই সোমবার ক্ষোভ প্রকাশ করল তৃণমূল।

ডেরেক, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদ সোমবার বেশ কিছু সচিত্র পরিচয়পত্রের একটি তালিকা তুলে ধরেন। সেই তালিকায় দেখা গিয়েছে, একই এপিক নম্বর লেখা অনেকগুলি ভোটার আইকার্ড রয়েছে। ডেরেকদের দাবি, এই ভোটার আইকার্ডগুলির বেশির ভাগই বিজেপি- শাসিত রাজ্যের বাসিন্দাদের। এই প্রসঙ্গে ডেরেক বলেন, 'আমরা চাই, পশ্চিমবঙ্গে কেবল সেখানকার বাসিন্দারাই ভোট দিক। দেখা যাবে, ভোটারদের ভোট দিতে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ, তাঁদের ভোট অন্য কেউ দিয়ে গিয়েছেন, যাঁদের ভোটার আইডি কার্ডের এপিক নম্বর তাঁদেরই মতো।' ডেরেক আরও জানান যে, সে ক্ষেত্রে অন্য রাজ্য থেকে ভোটারেরা এসে ভোট দিয়ে যাবে। এটা কিছুতেই মানা যায় না।

ভুয়ো ভোটার, একই নম্বরের একাধিক ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে অভিযোগ উঠেছে দেশে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পরিস্থিতিতে রবিবার নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে ব্যাখ্যা দেয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই এপিক নম্বর এক হলেও ভোটকেন্দ্র এবং বিধানসভা কেন্দ্র আলাদা হয়। এপিক কার্ডে যে কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, শুধু সেখানেই ভোট দেওয়া যাবে। অন্য কোথাও নয়। ডেরেক সোমবার এই নিয়ে পাল্টা অভিযোগ করে জানান যে, তৃণমূল এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করার কথা ঘোষণার পরেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন। তিনি এই বিষয়টিকে 'দুর্নীতি' বলেও আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'কমিশনের প্রশংসা করব, তবে সীমিত। কারণ, তারা ভুলের কথা বললেও তার দায় স্বীকার করেনি।' তার পরেই তিনি কমিশনের উদ্দেশে বলেন, 'কমিশনকে অনুরোধ করছি, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দায় স্বীকার করুন। না করলে মঙ্গলবার সকাল ৯টায় আরও কিছু নথি প্রকাশ করব।' এই নিয়ে তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন ডেরেক।

একই এপিক নম্বর নিয়ে কমিশনের ব্যাখ্যায় ক্ষোভ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১১ নং এফিডেভিট বলে Md Nayeem S/o. Md Jahiruddin ও Md Nayeem Ansari S/o. Md J Ansari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Pintu Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Anil Das ও A. Ch. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanu Jaiswal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gopal Prasad Jaiswal ও G. Pr. Jaiswal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Biswajit Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gauranga Dey ও G. C. Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭১৯ নং এফিডেভিট বলে Achintya Narayan Koner S/o. Abani Dhar Koner ও Achintya N. Koner S/o. A. D. Koner সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭২০ নং এফিডেভিট বলে Ganga Choudhary S/o. Kunj Bihari Choudhary ও Ganga Kr. Chowdhury S/o. K. B. Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ ঠা মার্চ। ১৯ শে ফাল্গুন। মঙ্গল বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ পাদ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Shankar Prosad Dey S/o. Asit Kumar Dey ও Dr Shankar Prd Dey S/o. Asit Kr. Dey সাং ডঃ বাগান লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১০/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৯৭ নং এফিডেভিট বলে Rajib Kumar Das S/o. Dilip Kumar Das ও Rajib Kr. Das S/o. D. Das সাং পালপাড়া, বলাগড়, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৮/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১০৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Gurupada Sadhukhan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kush Kumar Sadhukhan ও K. Sadhukhan সাং নয়াসরাই, বলাগড়, হুগলী উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৯৩১ নং এফিডেভিট বলে Avijit Mondal S/o. Anil Mondal ও Abhijit Mandal S/o. A. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৯৩২ নং এফিডেভিট বলে Sk Ansar S/o. Sk. Mongla ও Sk Anshar S/o. Sk. Mogla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৯৩৩ নং এফিডেভিট বলে Sk Samin S/o. Sk Azizul Rahaman ও Sk. Samim S/o. Sk. Azizul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Jahir Abbas Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md. Ali Mondal ও Sk. Mahammad উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১০ নং এফিডেভিট বলে Sovon Bhattacharya S/o. Narayan Bhattacharya ও Sovan Bhattacharya S/o. N. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০২/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanatan Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Late Krishnachandra Das S/o. Late Kedar Nath Das ও Krishna Paramanik S/o. Kedarnath উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

L.I.C. এর 425531158 পলিসিতে আমার নাম সানিয়া খাতুন (ডাকনাম) পিতা- মজিদ সেখ ছিল। গত ২১-০২-২৫ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি জুই আফরোজা পিতা মজিত সেখ নামে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর সদরস্থ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২৬/ ২০২৪

দরখাস্তকারী :- চারু ছেত্রী

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, **চারু ছেত্রী** পিতা- কর্মা ছেত্রী সাকিম-১৩৭, বকুলতলা লেন(দত্ত পুকুর) খামারপাড়া, পো: বাঁশবেড়িয়া থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৫০২ নামক ব্যক্তি অধুনা মৃত **ভগবতী ভৌমিক** স্বামী মৃত শীতল ভৌমিক সাকিম খামারপাড়া, বকুলতলা লেন(দত্ত পুকুর), পো: বাঁশবেড়িয়া থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলীর সম্পাদিত উইলের প্রবেট প্রার্থনায় অত্র মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছে যাহাতে জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা খামারপাড়া, জে.এল. নং পুরাতন ৭/২২ নতুন ২২ আর.এস. খতিয়ান নং ৩৬৫ ও ৬৮৮, আর. এস. দাগ নং ৮৫৪ ও ৮৫১ এল আর ১০২৯ ও ১০২৬ যাহা বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি ৩ নং ওয়ার্ড বকুলতলা লেন মহল্লায় হোল্ডিং- নং ১৩৭ বাস্তু জমির পরিমান ০.০৫৫ একর বা ৩ কাঠা ৫ ছটাক ৩১ বর্গফুট যাহাতে ১৫০ বর্গফুটের টালীর ঘর ও ৪০০ বর্গফুটের পাকা ছাদের ঘর সম্বলিত সম্পত্তি যুক্ত রহিয়াছে। অত্র মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইবেন নচেৎ দরখাস্তকারীর পক্ষে এক তরফা বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
দেবব্রত ব্যানার্জ্জী (উকিলবাবু)
চুঁচুড়া কোর্ট, হুগলী ।

আদেশানুসারে
সমীর আইচ (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী।

C.S. No. 13 of 2025
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION
ORIGINAL SIDE
Jai Surana ... Plaintiff
-Versus-
The Calcutta Swimming Club & Ors. ...Defendants

Take note that the plaintiff abovenamed has instituted a suit against the defendants on 10th February, 2025. The Plaintiff has obtained leave under Order I Rule 8 of the Code of Civil Procedure, 1908.

The Plaintiff has instituted the instant suit against the defendants seeking following reliefs:-

a. Decree that the notice of suspension dated 30th January, 2025 and notice dated 6th February, 2025 and/or any further notice or steps taken be adjusted illegal, null and void;

b. Decree for delivering up and cancellation of the notice dated 30th January, 2025, and notice dated 6th February, 2025 and/or any further notice or steps taken;

c. Permanent injunction restraining the defendants from giving any effect or further effect to the notice dated 30th January, 2025, and notice dated 6th February, 2025 and/or any further notice or steps taken, in any manner whatsoever;

d. Receiver; e. Injunction; f. Attachment; g. Costs; h. Such further and/or other relief or reliefs.

Take further notice that in pursuance to the order dated 10.02.2025 read with order dated 18.02.2025 passed by the Hon'ble High Court at Calcutta, any person or persons who may be interested in the above suit, may, by virtue of the leave granted by the order dated 10.02.2025 read with order dated 18.02.2025 apply to this Hon'ble Court within 15 days from the date of publication of this notice to be made party or parties to the suit and he/she/they is/are being informed that in default thereof the suit will be liable to be heard and determined in his/her/their absence. The gist of both the above-mentioned orders are set here forth below.

Dated this the 28th day of February, 2025

Sd/- Aasish Choudhury, Advocate, 6, Old Post Office Street, 1st Floor, Room No. 66, Kolkata-700001, Advocate-on-Record for the Plaintiff
Sd/- Sr. Master, High Court O.S., Calcutta

Before: The Hon'ble Justice Krishna Rao
Date : 10.02.2025

Leave under Order I Rule 8 of the Code of Civil Procedure, 1908, is granted.

Plaintiffs to comply.

Sd/- Sr. Master
High Court O.S., Calcutta

Before: The Hon'ble Justice Krishna Rao
Date : 18.02.2025

Leave under Order I Rule 8 of the Code of Civil Procedure, 1908, was granted. However, notice with short cause title to be circulated one in English Daily being "The Indian Express" and one in Vernacular Daily being "Ekdin".

Plaintiffs to publish advertisement with short cause title.

Sd/- Sr. Master
High Court O.S., Calcutta

।। নোটিশ ।।

আমমোক্তার নামা

১) **গোপা মল্লিক**, স্বামী – সুকুমার মল্লিক, সাং - ছোটবাজার, পোষ্ট ও থানা - মেদিনীপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, ২) **জ্যোৎস্না জানা**, স্বামী - দীপক জানা, সাং - কৌশল্লা, পোষ্ট ও থানা - খড়গপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, উভয়ে গত ইংরাজী - ১২/১২/২০২৪ তারিখে ডিস্ট্রিক সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে ০১ নং বহির ১০০২০৮৬৩৮ ও ১০০২০৮৬৪৪ নং দুই খানি আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা অনুযায়ী **তপশীল** জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা – কাদড়া, জে.এল নং – ৮৬৭, L.R খতিয়ান নং ২৩৬৬ এবং ২৩৬৮, R.S ও L.R দাগ নং ৯৪৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৮, ৯৪১, ৯৪৩, ৯৪৯, ৯৫৮, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৬, ১৪২০, ১৪২৩, ১৪২৭, ১৫১০, ১৫১৯, ৯০, ১২৭, ১৩৬, ১০০৪, ১০০৭, ১০১০, ১০১১, ১০৬৪, ১০৭০, ১০৭১, ১০৮২, ১০৭৩, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮৩, ১০৮৪, ১০৯০, ১০৯৫, ১১০৩, ১০০৪/৪৯৩৫, ২১১৭, ৯০৪, ৯০৭, ৯০৯, ৯১০, ২৯১৭, ২৯৪৪, ২৯৪৮, ২৯৬৭, ২৯৬৮, ২৯৮৮, ২৯৯৭, সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ৬৩.৮৭ শতক।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাহার মধ্যে।

ইতি - **শ্রী নীলাঞ্জন সাঁতরা,**
পিতা – দেব কুমার সাঁতরা, সাং – ঝাপেটাপুর, পোষ্ট ও থানা – খড়গপুর, জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **মহম্মদ ওবাইদুল হক, ২) সাইদা আহমেদ,** উভয়ের পিতা - মরহুম সাইদুল হক ওরফে সহিদুল হক, উভয়ের সাং – মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। বিগত ইংরাজীর ২০/০১/২০২৫ তারিখে এ. ডি. এস. আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I ০৩২৩/ ২০২৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(মহম্মদ ইসলাম,** পিতা - মরহুম মহম্মদ আলম) সাং- ইলামপুর, পোঃ - তিন্না, থানা পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি ১) এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ২২/০১/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০৩৮৪/২০২৫ নং দলিল মূলে **মহম্মদ সাব্বির আলম,** পিতা - মহঃ সাহাবুদ্দিন আনসারী, সাং - মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। ২) এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ২২/০১/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০৩৮৩/২০২৫ দলিল মূলে **আরমান মহম্মদ,** ইকবাল মহম্মদ, সেখ আসিফ আনসারী, সকলের পিতা - আজমুল হক, সকলের সাং - পুরুষোত্তমপুর, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯। মহাশয়গনকে একুনে ২ টি পৃথক কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি ।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, জে. এল. নং ৪২, হাল. এল. আর. ৩২৬ খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ১৭৪ দাগে শালি জমি ১ আনায় ২৭ শতকের মধ্যে ৪.৯৬ শতক । ২) সাবেক তথা হাল ১৭৪ দাগে শালি জমি ১ আনায় ২৭ শতকের মধ্যে ১.৬৫ শতক । একুনে ২ টি পৃথক দলিল মূলে ৬.৬১ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে ১) **মহম্মদ সাব্বির আলম,** পিতা - মহঃ সাহাবুদ্দিন আনসারি, ২) **আরমান মহম্মদ,** পিতা - ইকবাল মহম্মদ, ৩) **সেখ আসিফ আনসারি,** পিতা আজমুল হক, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন । ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।

ইতি- **মহম্মদ ইসলাম**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

দলিল হারিয়ে গিয়েছে

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৺**শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য** মহাশয়ের নামে 28/09/1987 তারিখে ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 6203/1987 নং **খরিদা অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিলটি হারিয়ে গেছে**। যাহার তপশীল জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, সিমলা মৌজায়, কোদালিয়া-১ জি.পি., জে.এল. নং ১৬, সাবেক ৯৬৬ তথা হাল ৭৪৮০ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৭৭৮/২৭৪০ ও হাল এল.আর. ১৮৮১ নং দাগে বাস্তু জমি ১ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৭ বর্গফুট। এই মর্মে স্থানীয় চুঁচুড়া থানায় একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহার জি.ডি.ই নং ১৩৩৭ তারিখ ২৪/০২/২০২৫ । প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য ও **২)শিপ্রা ভট্টাচার্য্য** স্বামী ৺শিশির কুমার ভট্টাচার্য্য সাকিম ৫৪, চুঁচুড়া স্টেশন রোড, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১০২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বর্তমানে উক্ত সম্পত্তির দখলিদার ও যৌথ মালিক হইতেছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত খরিদা দলিল দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **হাবিবুর রহমান,** পিতা- মরহুম আবুল কাসেম, সাং – পুরুষোত্তমপুর, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯। বিগত ইংরাজীর ১৯/০৯/২০২৪ তারিখে এ. ডি. এস. আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I - ৪৮৭১/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(এসরার আহমদ,** পিতা – মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ) সাং – মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ এবং ২) **i) মহম্মদ ওবাইদুল হক, ii) সাইদা আহমেদ,** উভয়ের পিতা - মরহুম সাইদুল হক ওরফে সহিদুল হক, উভয়ের সাং মহাদেবপুর, পোঃ ও থানা পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯ । বিগত ইংরাজীর ২০/০১/২০২৫ তারিখে ১) এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৩২৩/২০২৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(মহম্মদ ইসলাম,** পিতা - মরহুম মহম্মদ আলম,) সাং – ইলামপুর, পোঃ - তিন্না, থানা - পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারদ্বয় আমমোক্তারনামা দলিল বলে এ. ডি. এস. আর পান্ডুয়া অফিসে ২২/০১/২০২৫ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ০৩৮২/২০২৫ নং দলিল মূলে **ক) আমির আনসার খ) আসিফ ইমরান, গ) কাশিফ কামার,** সকলের পিতা মহঃ ইমরান, সাং ইসলামপাড়া শঙ্খনগর বাঁশবেড়িয়া মগরা হুগলী পিন নং ৭১২৫০২ ।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, জে. এল. নং ৪২, হাল. এল. আর. ৬৯৯ খতিয়ানে ১) সাবেক তথা হাল ১৭৪ দাগে শালি জমি ১ আনায় ২৭ শতকের মধ্যে ৪.৪৭ শতক । ২ নং বিক্রেতাগন ৩২৬ খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ১৭৪ দাগে শালি জমি ১ আনায় ২৭ শতকের মধ্যে ৫.৪৩ শতক । একুনে ২ টি খতিয়ান হইতে ৯.৯০ শতক আমমোক্তার নামা দলিল মুলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **ক) আমির আনসার, খ) আসিফ ইমরান, গ) কাশিফ কামার,** সকলের পিতা মহম্মদ ইমরান, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-

এসরার আহমদ ও মহম্মদ ইসলাম
আমমোক্তারগন

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// ইন দি লারনেড সেকেন্ড কোর্ট অফ সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন, হুগলী //

২০১৯ সালের ১৮৪ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

নুরুন্নেসা বেগম .... বাদী
(বনাম)
সেখ নিজামুদ্দিন .... বিবাদী

উপরোক্ত মোকর্দ্দমার বাদী **নুরুন্নেসা বেগম,** স্বামী- সেখ সোলেমান, সাং- জাহিরা, পোঃ- হরালদাসপুর থানা- পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন নম্বর ৭১২১৩৪ বিবাদী সেখ নিজামুদ্দিন, পিতা- সেখ রহমত আলি, সাং- জাহিরা পোঃ- হরালদাসপুর, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৪ বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। অত্র মোকর্দ্দমার পরবর্তী দিনে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা আপনার মনোনীত কোন ব্যক্তি বা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া, আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানী এবং বিচার হইবে।

বাদীর পক্ষে
সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায় (উকিলবাবু)

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
ইন দি লারনেড সেকেন্ড কোর্ট অফ সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার গুপ্ত জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩৬৯৯৬১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৯১৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৮৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ওঃ লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনজ্ঞ অ্যাড এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬০৫৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৪৮৮৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৯৮১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯০৩১৯

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৩৪৮৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩০০০৭৩৭১/ ৯৩৩৩০১২৩৭১।
A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৫৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকপুরের রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.ada-gency@gmail.com

যাদবপুর কাণ্ডে 'সেকুলার' ও 'মাকু'দের তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি 'সেকুলার' ও 'মাকু'দের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন, যা তাঁর মতে তৃণমূল কংগ্রেসের 'তোষণনীতি'র ফলাফল। তৃণমূলের মদতে হিন্দু বিদ্বেষ ছড়ানোর পরিকল্পনা চলছে বলেই সোমবার দাবি করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে 'বামপন্থী' ও 'সেকুলার'দের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যেখানে হিন্দু সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা দমন করা হয়। তিনি আরও বলেন, 'এখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সংগীতকে দমন করা হয়। রাম মন্দিরের উদ্বোধনের পোস্টার লাগানো নিষিদ্ধ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করা যায় না। 'জয় শ্রীরাম' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি নিষিদ্ধ। হিন্দু পরিচয় দেওয়া গেলেও, নির্দিষ্ট কিছু মতাদর্শ প্রচার করা হয়।

শুভেন্দু আরও দাবি করে বলেন, এই অবস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ মদতে তৈরি হয়েছে এবং তিনি এটিকে 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব' বলে অভিহিত করেন, যা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা ২০১৯ ও ২০২৩-এর ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে আক্রমণ করে বলেন, ২০১৯ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় (বর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তখনই যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ব্যবস্থা নিত, তাহলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ২০২৩ সালে নদিয়ার এক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করা হয়। সেই সময় তিনি যুব মোর্চার প্রতিবাদে যোগ দিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। তাঁর দাবি এই হামলা 'মৌলবাদী' গোষ্ঠীর পরিকল্পিত ছিল। মোদীর নামে 'সরস্বতী গাড়ি'তে হামলা চালানো হয়। পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করলেও, মমতার নির্দেশে রাতে ছেড়ে দেয়। শুভেন্দু অভিযোগ করেন, যাদবপুরে যারা 'কাশ্মীরের স্বাধীনতা' চায়, তারাই 'নো ভোট টু বিজেপি' প্রচারের আড়ালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। তাঁর মতে, মমতার রাজনৈতিক লাভের জন্য এসব 'দেশবিরোধী' কার্যকলাপ মদত পাচ্ছে। বিজেপি সরকার এলে 'উত্তরপ্রদেশ মডেল' হবে বাংলায়। শুভেন্দু বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বিজেপি সরকার গঠন করতে হবে। তিনি উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন ও গুজরাটের শিল্পোন্নয়নের মডেল তুলে ধরেন এবং আসামের মতো 'রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের' তাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন। গুজরাতের মতো উন্নত শিল্পায়ন হবে। এছাড়াও ২০২৬- এর নির্বাচনের প্রস্তুতি ও বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, আগামী ১০ মাসের মধ্যে বাংলার মানুষের উচিত এই 'অবিচার'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা। শুভেন্দু আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পুলিশনির্ভর, সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ নয়। কাশ্মীরের স্বাধীনতা চাইলে, সেই গোষ্ঠীগুলোকে নির্মূল করতে হবে, বাংলাকে সুশাসনের পথে আনতে বিজেপি-র সরকার দরকার।

সোমবার শুরু হল উচ্চমাধ্যমিক। এদিন বরানগর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা পুরপারিষদ রামকৃষ্ণ পাল পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আসা অভিভাবকদের যাতে জন্য বসার ব্যবস্থা করে দেন রামকৃষ্ণ পাল। এদিন রামকৃষ্ণ পালের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা অমল আয়নও।

নিয়মিত লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত বড়গাছিয়া শিল্প তালুক, মুক্তির পথ অধরা

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর ব্লকের বড়গাছিয়া মেটাল ক্লাস্টার আজ এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। এখানে গড়ে ওঠা প্রায় ১০,০০০ কারখানায় অসংখ্য শ্রমিক কাজ করেন, যাঁরা মূলত লোহা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর জিনিসপত্র তৈরি করেন। কিন্তু নিয়মিত লোডশেডিং ও লো ভোল্টেজের সমস্যা এই শিল্পাঞ্চলের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করছে। যদিও বিদ্যুতের সংকটের কারণে থমকে যাচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা। অভিযোগ প্রতিদিন দুই-আড়াই ঘণ্টার লোডশেডিং, লো ভোল্টেজের সমস্যা এবং অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে কারখানাগুলোর উৎপাদন মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কখনো শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হচ্ছে, কখনো বরাতের কাজ সময়মতো সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে পরবর্তী বরাত পেতে সমস্যা হচ্ছে। বড়গাছিয়ার এক কারখানা মালিক সুমন মান্না বলেন, আমরা ব্যবসার সব ধরনের কর ও ট্রেড লাইসেন্স ফি পরিশোধ করি, কিন্তু বিদ্যুতের সমস্যার কারণে আমাদের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ফলে অনেক সময় নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এতে ব্যবসার ক্ষতি হয়, বরাত হাতছাড়া হয়, এবং অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হয়। এই ঘটনায় শ্রমিকদের দুর্ভোগ সর্বাধিক। এদের বড় অংশ দৈনিক ঘণ্টা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পান। এই শিল্পাঞ্চলে প্রায় এক লাখ শ্রমিক কাজ করেন, যাঁদের অধিকাংশই স্থানীয় বাসিন্দা। লোডশেডিংয়ের কারণে ঘণ্টা হিসাবে মজুরি পাওয়া শ্রমিকদের রোজগার কমে যাচ্ছে। এক কারখানা কর্মী হিমন খাঁ বলেন, আমরা ঘণ্টা হিসেবে মজুরি পাই। বিদ্যুৎ না থাকলে সেই সময়ের কোনো টাকা পাই না। সংসারের খরচ তো কমে না, ফলে আমাদের জন্য এটা বড় সমস্যা। যদিও এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটকে কর্তৃপক্ষ সাময়িক বলেই দাবি করছেন। রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থার ডোমজুড় ডিভিশনের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার নির্মল মণ্ডল দাবি করেছেন যে, লোডশেডিং মূলত হাওড়া-আমতা রোড সম্প্রসারণের কারণে হচ্ছে। রাস্তার ধারে থাকা বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর জন্য মাঝেমধ্যে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখতে হচ্ছে। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে, তলো ভোল্টেজের সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে নতুন ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, সামনের গরমকালে আর বড় কোনো সমস্যা হবে না।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৪ মার্চ ২০২৫, ১৯ ফাল্গুন, মঙ্গলবার

ধর্মঘটের ডাকের মধ্যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএফআইয়ের তরফ থেকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলেও উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা কাটল নির্বিঘ্নেই। তবে কলকাতার কয়েকটি কেন্দ্রে সামনে ধরা পড়ে এসএফআইয়ের তরফ থেকে বিক্ষোভ দেখানোর ছবি। যেমন, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে রয়েছে হেয়ার স্কুল। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এসএসআই ছাত্র ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এআইডিএসও ছাত্রদলের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে।

এদিকে, এই দুই কলেজের মধ্যস্থানে হেয়ার স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা শুরু হয়। তাই বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়, যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। তবে কোনও জায়গাতেই কোনও পরীক্ষার্থী বা ছাত্রছাত্রীকে বাধা দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া যাদবপুর বিদ্যাপীঠ স্কুলে চলছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সেখানেও প্রায় একই ছবি। পরীক্ষা কেন্দ্রের ঠিক পাশেই চলছে ধর্মঘটের পিকেটিং। আর অভিভাবকদের কাছে এসএফআইয়ের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়, প্রয়োজনে আর্টস ফ্যাকাল্টি ইউনিয়ন রুম তারা ব্যবহার করতে পারেন। এদিকে অভিভাবকেরাও জানান, তাঁদের কেউ বাধা দেয়নি। নির্বিঘ্নে পরীক্ষা চলছে। কোনও অসুবিধা হয়নি তাদের।

গত শনিবারের ঘটনার পর রবিবার ছুটির দিন কাটিয়ে সোমবার প্রথম কাজের দিনে থমথমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ছাত্র ধর্মঘটের জেরে ক্লাস বন্ধ থাকলেও যে যে পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে, সেগুলি সময়সূচি অনুযায়ী হয়। শুনশান অরবিন্দ ভবন চত্বর। আসেননি উপাচার্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি গেট বন্ধ করে বেঞ্চ নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায় ধর্মঘটপন্থী ছাত্রছাত্রীদের।

শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে পরিকল্পনা করেই হামলা, দাবি ওয়েবকুপা'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে ওয়েবকুপা এর তরফ থেকে দাবি করা হয়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে পরিকল্পনা করেই হামলা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবার রণক্ষেত্রর চেহারা নিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় বাম ছাত্র সংগঠন। সেদিনের এই বিক্ষোভে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তোলা হয় স্লোগান। এই ঘটনায় একাধিক ছাত্র আহত হয় বলে যেমন দাবি করা হয়েছে, ঠিক তেমনই শিক্ষামন্ত্রী সহ একাধিক অধ্যাপককে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, শনিবার ব্রাত্য বসু ওয়েবকুপার সভার জন্য যাদবপুরে গেলে উত্তেজনা আরও বাড়ে। তাঁর সভাস্থলে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভরতরা। তারপর তিনি বেরনোর সময়ে তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির কাচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাঁর গাড়িতে 'চোর'ও লিখে দেওয়া হয়। এছাড়া ছাত্রদের হামলায় শিক্ষামন্ত্রীও আহত হন। ওয়েবকুপা সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করে, সভায় যারা উপস্থিত ছিল তারা তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী বলে রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠান ছিল অধ্যাপকদের। গোটা রাজ্য থেকেই অধ্যাপকরা এসেছিলেন।

ওয়েবকুপার দাবি, তাঁরা যা বলতে চেয়েছিলেন, যা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলেন তা সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে পাল্টা অভিযোগ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের লোকও নাকি সেখানে ছিল। এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যে। একইসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার ঘটনা পরিকল্পিত দাবি করে তাঁদের বক্তব্য, সমস্ত সংবাদমাধ্যম দেখেছে কারা, কীভাবে গন্ডগোল পাকিয়েছে। কারা শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িতে হামলা করেছে, মহিলা অধ্যাপক-সহ বাকিদের গায়ে হাত দিয়েছে। অভিযোগ, নিজেদের পতাকা, ব্যানার নিজেরাই ছেড়েন বিক্ষোভকারী ছাত্ররা।

যাদবপুরের ঘটনার জল ইতিমধ্যে গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে মামলা। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তবে ছাত্রদের অভিযোগ, তাঁদের অভিযোগ নেওয়া হয়নি। শাসকদলের হয়ে কাজ করছে পুলিশ। শেষমেশ বিচারপতি মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন।

যাদবপুরের ঘটনায় সেলিমকে বিঁধলেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা ঘিরে ফের বাম-অতি বামদের তীব্র আক্রমণ করতে দেখা গেল তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে। সোমবার তিনি তাঁর সমাজ মাধ্যমে সরাসরি বিদ্ধ করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে। শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এসএফআই ও ওয়েবকুপার সংঘর্ষের ঘটনায় জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অতি বাম কর্মী ইন্দ্রানুজ রায়। তাঁকে দেখতে সে দিনই হাসপাতালে যান সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এই বিষয়কে সামনে রেখেই তীব্র কটাক্ষ করেন কুণাল। তাঁর নিশানায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর মৃত্যুতে ইন্দ্রানুজের বিতর্কিত ফেসবুক পোস্ট।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে কুণাল ঘোষ লেখেন, 'সিপিএমের হাল দেখুন। যে ছেলেটা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মারা যাওয়ার পরের মুহূর্তেও তাঁকে চরম আক্রমণ করে পোস্ট দিয়েছে, যাদবপুর কাণ্ডে রাজনীতি করতে তারই দ্বারস্থ মহম্মদ সেলিম। ছেলেটার পোস্ট পড়ুন। সেলিমের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখুন। সেলিম বুদ্ধবাবুকেও জলাঞ্জলি দিয়ে ছবি তুলে ভেসে থাকতে গেছেন।'

প্রসঙ্গত, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মারা যাওয়ার পর এই ইন্দ্রানুজ রায় সামাজিক মাধ্যমে একটি লেখা পোস্ট করেছিলেন। সেই নিয়ে বিতর্কের ঝড়ও উঠেছিল। কারণ, ইন্দ্রানুজ লিখেছিলেন, 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে দুঃখেরও যেরকম কিছু নেই, আনন্দেরও কিছু নেই। শাসকশ্রেণির এককালীন বিশ্বস্ত কুকুর হিসেবে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিচ্ছে, যা কমিউনিস্টদের প্রাপ্য নয়।' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিয়ে আবেগ বরাবর রয়েছে সিপিএমের তাবড় নেতা-কর্মীদের মধ্যে। সদ্য সমাপ্ত রাজ্য সম্মেলনেও বুদ্ধবাবুর বার্তাকেই পাথেয় করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন নেতারা। সেখানে কীভাবে মহম্মদ সেলিম বুদ্ধবাবুকে নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট করা অতি বাম ছাত্র নেতাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন তা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন কুণাল ঘোষ। শুধু তাই নয়, ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে ঝুঁকে সেলিম ওই জখম ছাত্রের কথাও শুনছেন। সেখানেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জের, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে হামলার শিকার মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিতর হামলার শিকার হলেন এক মহিলা। তাঁকে হাতুড়ি দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে অপর এক মহিলারই বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় মেডিক্যাল কলেজেই। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন আক্রান্ত মহিলা।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এই ঘটনায় অভিযোগকারিণী প্রিয়াঙ্কা বৈদ্যকে হাতুড়ি দিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর প্রেমিকার বিরুদ্ধে। হামলায় তাঁর স্বামীও জড়িত বলে অভিযোগ করেন তিনি। এও আশঙ্কা, ভবিষ্যতেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে তাঁর সঙ্গে। নিজের জন্য ন্যায়বিচার চান প্রিয়াঙ্কা দেবী।

প্রিয়াঙ্কা বৈদ্যর অভিযোগ, যিনি তাঁর ওপর হামলা করেছেন সেই তরুণী নিজেও বিবাহিত এবং সন্তান রয়েছে। এদিকে তাঁর সঙ্গেই তাঁর স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের সম্পর্কের প্রমাণও নাকি রয়েছে তাঁর কাছে। এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বৈদ্য এও জানান, তিনি দু'জনকে হাতেনাতে ধরেছিলেন। এরপর সোমবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তাঁদের সঙ্গে শুধু কথা বলতে আসেন তিনি। কিন্তু তাঁরা প্রিয়াঙ্কাদেবীর সঙ্গে কথা বলতে চায়নি।

এরপর ওই তরুণীকে বাইরে ডেকে কথা বলতে চাওয়ার সময়ই ওই তরুণী গালিগালাজ করা শুরু করে আর এরপর হঠাৎ-ই হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বৈদ্য এও জানান, তাঁর স্বামী সৌরভ খারাপ মানুষ ছিলেন না। তবে ওই তরুণীর পাল্লায় পড়েই এই অবস্থা হয়েছে। সাত বছরের বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার পর এখন নাকি তাঁর সঙ্গে কথাই বলেন না সৌরভ।

এদিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে খবর, ঘটনাটি হাসপাতালের ভিতর থাকা পুলিশকর্মীদের নজরেও এসেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যাদবপুর কাণ্ডে প্রধান বিচারপতির এজলাসে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুরের ঘটনায় এবার হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। পুরো ঘটনা শুনে মামলা রুজুর অনুমতি দেন বিচারপতি। বৃহস্পতিবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার আবেদন জানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছাত্ররা। প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীদের অভিযোগ, গত শনিবার বিকেলে ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভার মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই। অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনের জেরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ উঠতে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। গাড়ির বনেটে ছোড়া হয় জুতো। উত্তেজনা চলাকালীন মন্ত্রীর গাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে দুই বাম ছাত্র জখম হন। এঁদের একজনের উপর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চলে যায়। তাঁর নাম ইন্দ্রানুজ রায়। তিনি অতি বাম সংগঠন আরএসএফের সদস্য। আর দ্বিতীয় ছাত্রের পায়ের উপর দিয়ে তৃণমূল সমর্থিত অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের গাড়ির চাকা চলে যায়। জখম হন অভিনব বসু। তিনি এসএফআইয়ের সক্রিয় সদস্য। এদিকে এই ঘটনায় পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেনি। আক্রান্ত হয় এসএফআই, অথচ পুলিশ ছাত্রদের মেসে তল্লাশি চালায়। এদিনের আবেদনে এও জানানো হয়, যাদবপুরের ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার সঙ্গে এই মামলাটিও শোনা হোক।

আদালত সূত্রে খবর, আইনজীবী শুভম দাস প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তার দাবিতে মামলা দায়েরের আবেদন করেন। আবেদন মূলত, যাদবপুরের ছাত্রদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা, মেডিক্যাল কলেজগুলির মতো যাদবপুরেও পুলিশ আউট পোস্ট করার দাবি জানানো হয়। সঙ্গে এও জানানো হয়, ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। এর পাশাপাশি এ আর্জিও জানানো হয়, সুপ্রিম কোর্ট বা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন কোনও বিচারপতিকে দিয়ে যাদবপুরের একটি কমিটি গঠন করা হোক। সঙ্গে দাবি তোলা হয়, সিআইএসএফ বা অস্ত্রধারী পুলিশ দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থারও। এই আর্জি জানানোর পর মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয় প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ। তবে এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম জানান, 'আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক নই।' এদিনের এই আবেদনে জানানো হয়, যাদবপুরের ছাত্র সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার সঙ্গে এই মামলাটি আগামী বৃহস্পতিবার শোনা হোক। আবেদন মঞ্জুর করেন প্রধান বিচারপতি।

পুরসভায় চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মিলবে-না পেনশন সহ অবসরকালীন সুবিধা: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সব পুরসভায় বাম আমলে যে সব কর্মী নিযুক্ত হয়েছিলেন চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে তারা পাবেন না পেনশন সহ বাকি সুবিধা। শুধু চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের পেনশন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের সিঙ্গল বেঞ্চের এমনটাই নির্দেশ।

বিচারপতি কৌশিক চন্দের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের অনুমোদন ছাড়া শুধুমাত্র পুরবোর্ডের অনুমতি নিয়ে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, এমনক্ষেত্রে কর্মীরা এমন আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য নন।

মূলত বাম আমলে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় কয়েক লক্ষ চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ হয়েছিল। পুরবোর্ডের অনুমতি থাকলেও তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাজ্যের অনুমতি পাননি। এতদিন পুরসভার ফান্ড থেকে বেতন দেওয়া হত। কিন্তু পুর আইন অনুযায়ী চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে রাজ্যের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

আদালত সূত্রে খবর, সোমবার যে মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চে তাতে মামলাকারী রায়গঞ্জ পুরসভার একটি প্রাথমিক স্কুলে চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবসরকালীন ভাতা পেনশন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার দাবিতে তাঁর স্ত্রী আদালতে আর্জি জানান। সেই মামলা আদালত খারিজ করে দিয়েছে। আদালতের বক্তব্য, পুরসভা চুক্তিতে নিয়োগের পর রাজ্যের অনুমোদন নিয়ে ওই পদ রেগুলারাইজ করেনি। তাই পুর আইন মোতাবেক তিনি অন্যান্য সুবিধা পাবেন না। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিনের মামলায় পুরসভার আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্ক নাগ স্পষ্ট করেন, ২০১১ সালের পর যাঁরা চুক্তিভিত্তিক নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁদের বিভিন্ন রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে নিযুক্ত কয়েক লক্ষ চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের রাজ্য অনুমোদন দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, 'খুবই পরিষ্কার একটি বিষয়। যাঁকে নিয়োগ করা হবে তার নিয়োগ প্রক্রিয়া ঠিকভাবে হলেই তবেই সমস্ত সুবিধা পাওয়ার বিষয়টা থাকে। এই মামলার ক্ষেত্রের সেগুলো ছিল কিনা, সেটা দেখতে হবে। সেগুলি দেখে ফের আবেদনকারীরা ডিভিশন বেঞ্চে যেতে পারেন।' ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি বাম আমলেও অবৈধ নিয়োগ হয়েছে? এক্ষেত্রে আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'এটাও দেখা যেতে পারে, হয়তো সেই পোস্টটা অনুমোদিত ছিল কিনা, হয়তো লোকালি নিয়োগ হয়েছে।'

বিনীতের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা গ্রহণযোগ্য নয়, হলফনামা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, এমনটাই জানাল রাজ্য। সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে এও হলফনামা দেওয়া হয়, মামলাকারী এই জাতীয় মামলা দায়ের করতে পারেন না। আদালত সূত্রে খবর, এই হলফনামা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে মামলাকারীকে। প্রাক্তন কমিশনারের বিরুদ্ধে রাজ্য কোনও ব্যবস্থা নিয়েছে কি না, সেই মর্মে মামলা থেকে অব্যাহতি নেওয়ার আগে রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, আরজি কর কাণ্ডে বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। সেই মামলা এবার গেল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর এজলাসে। আর এই মামলার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়, আরজি কর কাণ্ডের পর শীর্ষ আদালতের নির্দেশ না মেনে অভয়ার নাম প্রকাশ্যে বলেছিলেন বিনীত। তারপরেই বিনীতের বিরুদ্ধে দায়ের হয় মামলা। অন্যদিকে আরজি করের ঘটনার পরে চাপের মুখে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয় বিনীত গোয়েলকে।

বীজপুরে এসএফআইয়ের তৈরি সহায়তা কেন্দ্র নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এবছরের উচ্চ মধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের কথা ভেবে রবিবার বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বনগাঁ রোডের ধারে বাবু ব্লক এলাকায় এসএফআইয়ের তরফে একটি সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ওই সহায়তা কেন্দ্রটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এমনকী ওই সহায়তা কেন্দ্রের এখন চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। ঘটনার প্রতিবাদে এবং ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে সোমবার বেলায় এসএফআই কর্মীরা বীজপুর থানায় স্মারকলিপি জমা দেয়। এই ঘটনা নিয়ে এসএফআইয়ের কাঁচরাপাড়া আঞ্চলিক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক অনিকেত ভৌমিক বলেন, কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুল এবং হার্নেট হাই স্কুলের মধ্যবর্তী স্থানে কাজী নজরুল ইনস্টিটিউটের বিপরীতে প্রশাসনকে জানিয়ে তারা একটি সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সেটি উধাও হয়ে গিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই সহায়তা কেন্দ্রটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ঝুম্পা সিং অধিকারী বলেন, তারা ১৫ বছর ধরে ওখানে সহায়তা কেন্দ্র করছেন। কিন্তু ওখানে এসএফআই ক্যাম্প করেছিল কিনা, সেটা তার জানা নেই। এমনকী কারা ভেঙেছে, সেটাও তিনি জানেন না। তাঁর দাবি, গত লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ওই ওয়ার্ড থেকে মাত্র ৭০ টি ভোট পেয়েছিল। তাই ওই দলকে নিয়ে তাদের মাথা ঘামানোর সময় নেই।

খড়দা পুরসভার উপ-পুরপ্রধানকে হেনস্তা করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অসামাজিক কাজকর্মের প্রতিবাদ করায় খড়দা পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদারকে ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি গুলি করে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিল স্থানীয় দুষ্কৃতীরা। এমনকী উপ-পুরপ্রধানকে ধাক্কাধাক্কি করার সেই দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরাও পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে খড়দার কল্যাণনগরে দলীয় কার্যালয়ে কর্মীদের নিয়ে বসেছিলেন পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার। অভিযোগ, ওইদিন রাতে স্থানীয় চারজন দুষ্কৃতী আচমকা হানা দেয় তৃণমূলের কার্যালয়ে। সেখানে উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদারকে ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি তাকে গুলি করে প্রাণনাশের হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় অভিযুক্ত হেমন্ত মণ্ডল-সহ চারজনের বিরুদ্ধে তিনি খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সূত্র বলছে, ঘটনায় জড়িত দু'জনকে পুলিশ ইতিমধ্যেই পাকড়াও করেছে। বাকি দু'জন এখনও অধরা। এই ঘটনা নিয়ে খড়দা পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সায়ন মজুমদার বলেন, বিষয়টি আতঙ্কের নয়। বিষয়টি সম্মানের। তাঁর আক্ষেপ, বামজমানায় তিনি বিরোধী রাজনীতি করেছেন। সেইসময় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। তবে সিপিএমের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক লড়াই ছিল। কিন্তু এই ধরনের নক্কারজনক ঘটনা প্রথম ঘটল।

সিপিএমের পার্টি অফিসের গেটে তালা লাগাল টিএমসিপি সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: আচমকা সিপিআই (এম) জেলা দপ্তরে ঢুকে হুজ্জুতি চালাল তৃণমূল কংগ্রেস। বারুইপুরে সিপিআই(এম) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা দপ্তরে তখন রয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক রতন বাগচী সহ নেতৃবৃন্দ। সিপিআই (এম) নেতা এবং কর্মীরা তৃণমূলের এই বাহিনীকে বাধা দেন। দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে যায় তৃণমূল। তবে জেলা দপ্তরের একেবারে বাইরে সদর গেটে ঝুলিয়ে দেয় তালা। এই ঘটনায় সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা পুলিশকে বলেছি তালা ভেঙে দিতে। না হলে আমরাই তালা খুলে নেব।'

জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য রতন বাগচী জানান, 'সোমবার বৈঠক চলছিল। সম্পাদকমণ্ডলীর সভার পর সুজন চক্রবর্তী লাইব্রেরিতে ছিলেন। বাইরে হঠাৎই গোলমাল শোনা যায়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূলের স্থানীয় নেতারাও ছিলেন। সিপিআই (এম) জেলা দপ্তরে ঢুকে পড়ে দলবল। দুষ্কৃতীবাহিনীর মতো তাদের আচরণ। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসার চেষ্টা করে। সে সময় পার্টিকর্মীরা প্রতিরোধ করেন।' সঙ্গে এও জানানো হয়, পুলিশের সামনে এসব হলেও তারা নির্বিকার থাকে।

উল্লেখ্য, শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়ি পিষে দেওয়ার চেষ্টা করে ছাত্রদের। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি তুলেছেন ছাত্ররা। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ধর্মঘটের ডাক দেয় এসএফআই। উল্টোদিকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে হেনস্তার অভিযোগে সরব হয় তৃণমূল। রাজ্যজুড়ে চলে প্রতিবাদ। এরই প্রেক্ষিতে সোমবার বারুইপুর কলেজের টিএমসিপি-র সদস্যরা বারুইপুরে সিপিএমের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এরপর আচমকা সিপিএমের পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে যান। সুজন চক্রবর্তী-সহ সিপিএমের অন্য নেতারা তখন ওই পার্টি অফিসে বৈঠক করছিলেন। সিপিএমের পার্টি অফিসের ভিতরে ঢুকে স্লোগান দিতে থাকেন টিএমসিপি সমর্থকরা। সিপিএম কর্মীদের সঙ্গে বচসাও বাধে তাঁদের। তবে এদিনের এই ঘটনায় সিপিআইএম নেতা ও কর্মীদের দাবি, বারুইপুরের তৃণমূল নেতা গৌতম দাস দাঁড়িয়ে থেকে এই ঘটনা ঘটান।

সম্পাদকীয়

আয়কর অব্যাহতি নিশ্চিত ভাবেই একটি ভাল পদক্ষেপ

এ বার, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তাঁর বাজেট-ঘোষণার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি বৃহৎ অংশকে কেবল খুশিই করেননি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আশার সঞ্চার করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই পদক্ষেপ কি সত্যিই প্রত্যাশা অনুযায়ী খরচ বাড়াবে? কর অব্যাহতির এই সিদ্ধান্তটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এর সময়ের কারণে। অতিমারি সম্পর্কিত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পর ঋণ-নেতৃত্বাধীন ভোগ বৃদ্ধির চক্র যখন শেষ হতে চলেছে, এটি তখন ঘোষিত হল। এই পরিস্থিতিতে, খরচ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় ধাক্কা এই পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে। যদিও বাস্তব চিত্রটি হল, সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রকৃত আয় এখনও অতিমারি পূর্ববর্তী স্তরে পৌঁছয়নি। এই বাজেটেও মানবকল্যাণ ও পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ গত বছরের মতোই রাখা হয়েছে। স্পষ্টতই, প্রকৃত আয় বৃদ্ধি এবং ভোগের প্রত্যাশা বেশি রাখা যাবে না। ভারতে আয়কর রিটার্ন দাখিলকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ কোটি, যার মধ্যে মাত্র তিন কোটি মানুষ মূলত কর প্রদান করেন। সর্বশেষ শিথিলকরণের পর, এই সংখ্যা আরও কমবে। আয়করদাতাদের সংখ্যা হ্রাসের অর্থ সরাসরি জিএসটির উপর চাপ বৃদ্ধি। এর মানে হল, জিএসটি হার হ্রাস করা কঠিন হবে এবং জনসংখ্যার তুলনামূলক ভাবে দরিদ্র অংশ কোনও স্বস্তি পাবে না। মনে রাখতে হবে, জনসংখ্যার এই অংশকে যে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে তা ভোগবৃদ্ধিতে আরও বেশি অবদান রাখে। এই সিদ্ধান্তের ফলে করদাতার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় সরকারের ব্যয় ক্ষমতার উপর প্রভাব পড়বে। যে-হেতু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারি রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশ বৃদ্ধির কারণেও রাজস্ব শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দিকটি মনে রাখা প্রয়োজন হবে। সামগ্রিক ভাবে, কর অব্যাহতি নিশ্চিত ভাবেই একটি ভাল পদক্ষেপ, তবে এর থেকে সর্বাধিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি এবং স্থবির মজুরির কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বছরের পর বছর ধরে নিপীড়িত এবং আর্থিক ভাবে চাপের মধ্যে ছিল। বিনিয়োগ-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির কৌশল অনুসরণ করে, সরকার ভোগ-নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধির দিকে নীতিগত পরিবর্তন এনেছে বলে মনে হচ্ছে। অর্থনীতিতে ধীরগতির প্রবৃদ্ধির পিছনে মন্থর উপভোক্তা চাহিদা একটি প্রধান কারণ ছিল।

ভারতীয়দের জন্য চার দিনে রুশ ভিসা

সুবীর পাল

এবার ভারতীয়দের জন্য ভিসা প্রদানে গতিশীলতা আনতে তৎপর রাশিয়া। সেই গতির নিদর্শন এতটাই যে তা প্রকৃতই চমকপ্রদ। আর সেই চমকে দেবার আশ্বাসটাই দিলেন কলকাতার রুশ কনসাল জেনারেল ম্যাক্সিম কোজলভ।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই ফ্রান্স সহ মার্কিন মুলুকের সংশ্লিষ্ট দুই রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক সেরেছেন। ফরাসী প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ ও আমেরিকান কাউন্টার পার্ট ডোনাল্ড প্রত্যাশিত ভাবেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জন্য রাজকীয় অভ্যর্থনায় কোনও রকমের খামতি রাখেননি।

কিন্তু তাই বলে কিছুটা হলেও ভিন্ন ভাবধারার অর্থনৈতিক বিশ্ব অভিভাবকও কিন্তু ভারত সম্পর্কে চুপ করে বসে নেই। সেও যে ভারতীয় বাজারকে নিজস্ব বন্ধুত্বের মোরকে আঁকড়ে ধরতে চায় নিপুণতার সংমিশ্রণে। তাই তো ভারতীয় বানিজ্যে নিজেদের অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করতে রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন প্রশাসন তাঁর আস্থাভাজন রাষ্ট্রদূতকে রীতিমতো ভারতের মাটিতে সরাসরি নামিয়ে দিয়েছেন ইন্দো-রুশ বাণিজ্য প্রসারের ময়দানে স্ট্রাইকার হিসেবে। আর সেই সুযোগেই

ম্যাক্সিম কোজলভ শোনালেন ভারত সম্পর্কে তাঁদের নয়া ভিসা নীতি। তাঁর বক্তব্য, 'ভারতীয়দের জন্য ভিসা প্রদানেও গতি বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়েছে। এতদিন ভিসা দিতে নূন্যতম দুই সপ্তাহ সময় লেগে যেত। সেই নিয়মেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। ভারতীয়েরা যদি সঠিক কারণ দেখিয়ে সুষ্ঠু ভাবে আবেদন করেন তবে এবার থেকে মাত্র চার দিনের মধ্যে আমরা ভিসা প্রদান করবো। এরজন্য রাশিয়ার দূতাবাস সর্বস্তরের সহযোগিতার জন্য সদা জাগ্রত রয়েছে।'

বিগত কয়েকদিনের প্রেক্ষাপটে এই রুশ কূটনৈতিকের অর্থনৈতিক নির্ভর গতিবিধি বিশ্লেষণ করলে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায়, ভারতের পূর্বাঞ্চলের বাজারের ফাঁকা মাঠে গোল করতে চরম উৎসুক ভ্লাদিমির পুতিনের দেশ।

আচমকা এমন বিষয় উঠে এলো কেন? একটা সাম্প্রতিক চলমান পরিসংখ্যান উল্লেখ করলে বোঝা যায় এই রাষ্ট্রদূতের কলকাতা কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্কিত তৎপরতা কতটা অতি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। মাত্র বিগত তিন মাসের মধ্যে তিনি নিজে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনবার দুটি বণিকসভার দফতরে। সেখানে আলোচনা সেরেছেন স্থানীয় বণিক কর্তাদের সঙ্গে একাধিকবার। কখনও তুখোড় ইংরেজি ভাষায় সংযোগ রক্ষা করছেন তো আবার চোস্ত হিন্দিতে কথা সারছেন। লিয়াজোর মাত্রা চড়া গ্রামে পৌঁছে দিতে টানা আলাপপর্ব চালাচ্ছেন একেবারে ঝরঝরে বাংলাতে। ফলও মিলছে হাতেনাতে। পাক্কা বাণিজ্যিক মনোভাবাপন্ন এহেন বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের কথার ফাঁকে ফাঁকে তাই তুমুল হাততালিও পড়ছে সমানতালে। প্রত্যাশিত ভাবেই সকলের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি উপরেই যেন একশো শতাংশ ফোকাস নিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল বারেবারে। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে সারা দিয়ে তিনি সটান হাজির হয়ে যান সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে। এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমি ওই সামিটে হাজির হয়েছি। এটা একটা বাণিজ্যিক আমন্ত্রণের উদ্যোগ। আমরাও এই রাজ্যের বাণিজ্যিক অবস্থান সম্পর্কে উৎসাহের বাতাবরণ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি।'

অর্থাৎ সহজেই বোঝা যায়, কলকাতা স্থিত এই কূটনীতিকের সাম্প্রতিক কালের এহেন মহানগর ঘেঁষা ব্যাপক বাণিজ্যিক উদ্দীপনা আসলে ভারতের পূর্বাঞ্চলকেই তাঁর টার্গেট করার মূল প্রতিপাদ্য।

এই অভিনব প্রধান প্রতিপাদ্যের কথাটা অবশ্য নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিক যখন ওয়াশিংটনে সফররত সেই মুহূর্তে ম্যাক্সিম কোজলভ পুনরায় একটি আলোচনা পর্ব সারলেন কলকাতার জনাকয়েক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। 'বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের প্রেক্ষাপটে ইন্দো রুশের আর্থিক অংশীদারিত্ব' শীর্ষক আলোচনায় রাখঢাক না করেই সরাসরি বলে বসলেন, 'আমাদের ভিশন হলো ভারতের মধ্যে লুক অ্যাট ফার ইস্ট।' এটা একবাক্যে বোধ হয় এবার মেনে নেওয়ার সময় এসেছে, মস্কো কর্তাব্যক্তিদের পরিকল্পিত 'ভারতের মধ্যে লুক অ্যাট ফার ইস্ট' মিশন সম্পর্কে তিনি যে উপরিউক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে যথেষ্টই যোগ্য, দক্ষ ও পারদর্শী সেবিষয়ে পুতিনের রাষ্ট্র এক প্রকার নিশ্চিত।

এমন পরিস্থিতিতে নিজস্ব বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুতিন প্রশাসনের এই রুশ কূটনীতিক বলেন, 'ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী দিল্লি এবং অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাইয়ের দিকে বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশের শ্যেন দৃষ্টি সর্বক্ষণ নিবদ্ধ। কারণ ভারত এখন বিশ্বের অর্থনৈতিক মানদন্ডে প্রথম পাঁচের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সেই কারণে আমাদের দেশও এতকাল দিল্লি ও মুম্বাইকে অতি গুরুত্ব দিয়ে এসেছি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রগত চাহিদায় প্রচুর পরিবর্তন এসেছে। রাশিয়া এখন সারা ভারতের প্রতিটি প্রান্তরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারিত করতে ভীষণ আগ্রহী। সেকারণেই ভারতের পূর্বাঞ্চল বর্তমানে রাশিয়ার কাছে নয়া বিজনেস ডেস্টিনেশন।' ভারতের নব্য ব্যবসায়িক প্রসার ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন বিগত শতাব্দীতে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর জমানার সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার সুসম্পর্কের কথা। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দেন চলতি শতাব্দীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী থেকে মনমোহন সিং তথা নরেন্দ্র মোদীর ভারতের সঙ্গে অধুনা রাশিয়ার এ দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে। সুতরাং এখন আমাদের লক্ষ্য সমগ্র ভারতের দিকে। আমরা বেঙ্গালুরুতে শিল্প সহায়ক পুনর্গঠনের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। ভারতের বিভিন্ন স্মার্ট সিটিতেও আমরা উন্নয়ন খাতে সহযোগী হবো। ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে কয়লা খনি আছে। বিশ্বমানের চায়ের উৎপাদন হয় এখানে। উন্নতমানের শ্রমের অভাব নেই এখানকার রাজ্যগুলোতে। ট্যুরিজম তো পর্যটকদের কাছে অপরূপ নয়নাভিরাম। অতএব ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য তরান্বিত করাটাও আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এই রুশ কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেন, ভারত রাশিয়া বন্ধুত্ব অকৃত্রিম ও সুগভীর। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এই দোস্তি গড়ে উঠেছে পারস্পরিক আন্তরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বব্যাপী নানা সংকটের সৃষ্টি হলেও ভারত ও রাশিয়ার মৈত্রী বরাবর অটুট থেকেছে। দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, সামরিক ক্ষেত্রে, খাদ্যের ক্ষেত্রের পাশাপাশি অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি সহ বাণিজ্যিক প্রসারের ক্ষেত্রে রুশ ইন্দো সম্পর্ক ধারাবাহিক ভাবে পরস্পরের পরিপূরক হতে সাহায্য করেছে। তাঁর মন্তব্য, 'এমন উষ্ণ বন্ধুত্বকে আরও সার্বিক ভাবে তরান্বিত করতে উভয় দেশ বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি দায়বদ্ধ। এমনিতেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুজনেই দারুণ বন্ধু। এমন বন্ধুত্ব সমগ্র পৃথিবীর কাছে এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।'

অতি সম্প্রতি ম্যাক্সিম কোজলভ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এক নতুন বাণিজ্যিক উপহার ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি সহ গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আর্থিক ও বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে আমেরিকান ডলার ও ইউরো ক্রমেই পুতিনের দেশের কাছে একটা অনমনীয় দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাল্টা রাশিয়াও তার মুদ্রা বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের সূচক হিসেবে রুবেলকে একমাত্র হাতিয়ার করে সামনের দিকে এগোতে চাইছে। দুই তরফের রণংদেহী এমন আবহের মধ্যে ম্যাক্সিম কোজলভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করেন বণিকমহলের উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন, 'এবার থেকে ভারত ও রাশিয়ার সমস্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই রুপি ও রুবেল ব্যবহার করা সম্ভবপর হবে। এক্ষেত্রে মার্কিন ডলার বা ইউরোর পরয়োজন পড়বে না। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও রাশিয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ডেনিস মান্টুরভ একযোগে চেষ্টা করে এই যুগান্তকারী কাজটা সম্পন্ন করেছেন।' এমনকি তিনি এও আশ্বাস দেন, আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্য প্রসারে পুতিন সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতিতে বেশকিছু সরলীকরণ আনতে চলেছে শীঘ্রই। এরফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পুঁজিনিবেশকে আরও উৎসাহিত করবে।

শব্দবাণ-২০৯

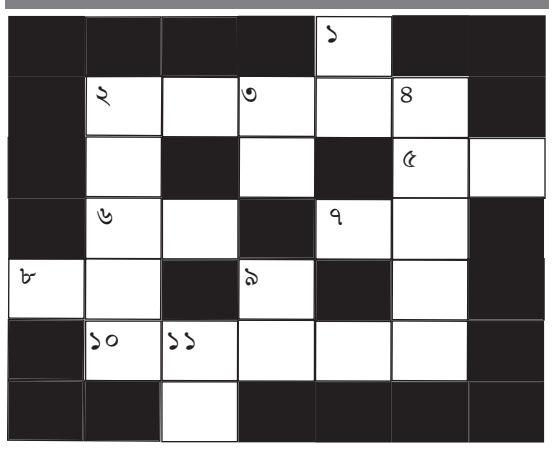

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২ .বিপর্যস্ত ৫. স্বামী, পতি ৬. চেষ্টা, ফিকির, মতলব ৭. ভাষণ ৮. দীপ্তি ১০. হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি ঘটনার সংঘটন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অভিজ্ঞ ২. কাব্যের অর্থালংকারবিশেষ ৩. কল্যাণ, শুভ ৪. বিভীষণ পুত্র ৯. খুললেই মুক্ত ১১. ধীবর, জেলে।

সমাধান: শব্দবাণ-২০৮

পাশাপাশি: ১. তলাও ৩. বরাক ৫. বিশদ ৬. রসান ৭. আকাট ৯. প্রত্যাশা ১১. নকুল ১২. তন্দুর।

উপর-নীচ: ১. তসবি ২. ওস্তাদ ৩. বদর ৪. কঠিন ৭. আসান ৮. টহল ৯. প্রত্যুত ১০. শামর।

জন্মদিন

আজকের দিন

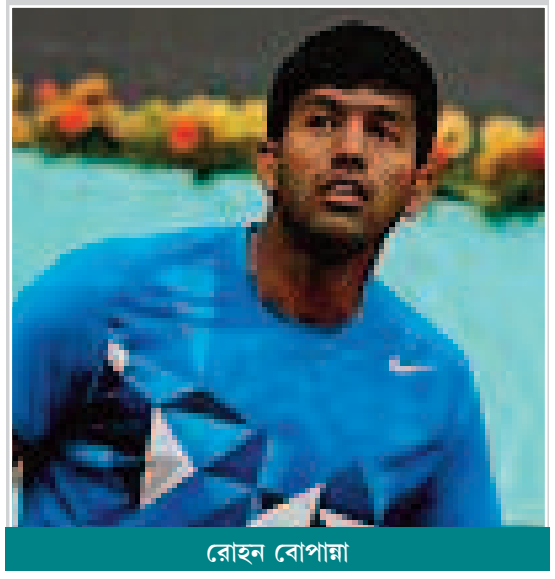

রোহন বোপান্না

১৮৫৬ *বিশিষ্ট লেখিকা তরু দত্তের জন্মদিন।*
১৯২২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দীনা পাঠকের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় রোহন বোপান্নার জন্মদিন।*

পলাশ

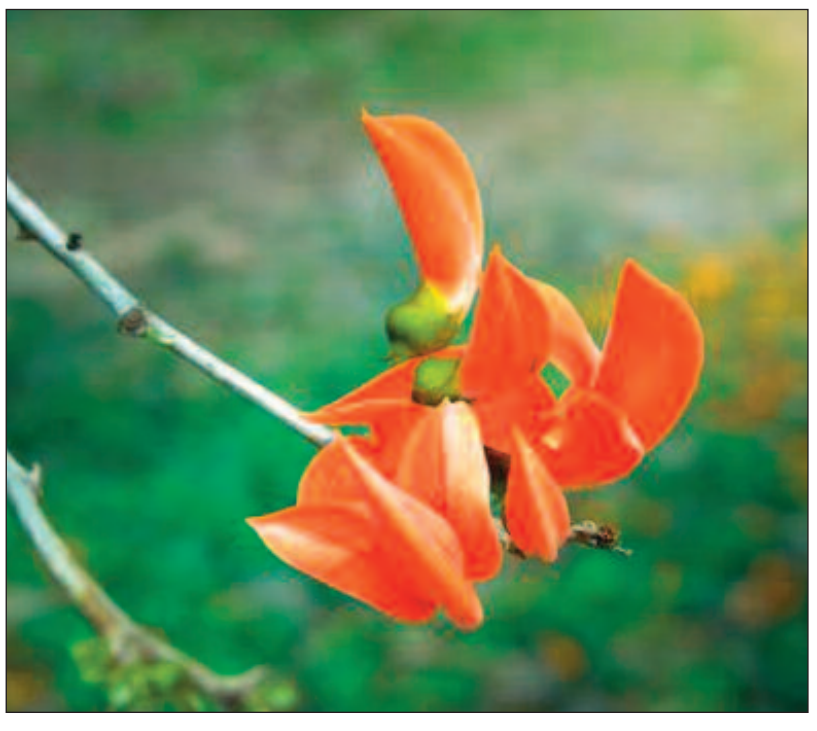

সুবল সরদার

পলাশ মানে বসন্তের সমারোহ, পলাশ মানে ফাগুন হাওয়া,পলাশ মানে হোলি, পলাশ মানে অনুরাগের ছোঁয়া। শিউলির গন্ধ, পলাশের বর্ণ দু'জন দু'জনকে টেক্কা দেয়। তবুও হার মানতে হয় শিউলির কাছে, যদিও দু'জনেই রূপ-বর্ণে-গন্ধে জগৎ সেরা। মহুয়ার মাদকতাও পারে না তাকে ছাপিয়ে যেতে!

পলাশ ভার্সেস শিউলি না বলে— বলা ভাল সাদা ভার্সেস লাল। প্রথম জনের প্রকাশ শরতে, পরিচয় শিশিরে ভিজে। দ্বিতীয় জনের প্রকাশ বসন্তে, পরিচয় ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়। একজনের স্থানে মন্দিরে - দেবতা চরণে, অন্যজনের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কেউ ভাগ্য বলে দেবতার আশীর্বাদ পায়, কেউ কপাল গুনে অভিশাপ পায়। একজনের স্থান কবিতায়, গানে, সাহিত্যে, অন্য জনের কোন স্থান নেই সাহিত্যে ।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতায়, গানে শিউলি ফুলের কথা উল্লেখ করেছেন।

সেদিন তিনি দুলে ছিলেন ফুল ডোরে ।

কেন যে তিনি পলাশ বনে দোলেননি জানা যায় না। পলাশের রোম্যান্স কী তাঁকে রোমাঞ্চিত করতে পারেনি? পলাশের রাগের শোভা তাঁর কী মন টানেনি? লাল পলাশের নেশা কেন তাঁর চোখের বাইরে থেকে গেলে বোঝা যায় না। নামী আর অনামীর এখানে তফাৎ করে। অনামিকাও শিল্পীর হাতে পড়ে ব্র্যান্ড হয়ে যায় আর কেউ জনপ্রিয় হয়েও ঝরে যায় পলাশের মতো বিরহী হয়ে।

একজন প্রেমের প্রতীক হতে পারে, অন্যজন কখনো প্রেমের প্রতীক হতে পারে না। সে চির প্রেমিক কিন্তু তার কপালে প্রেম নেই। তার সব আছে। রূপে-বর্ণে-গন্ধে সবার উপরে কিন্তু সে সবার নজরের বাইরে। তাকে কর্ণের মতো চির ট্রাজিক হিরো বলে মনে হয়। অন্যজন শান্ত শিষ্ট শরৎচন্দ্রের পার্বতী হলে, অন্যজন হবে উচ্ছৃঙ্খল দেবদাস। পলাশ মানে শুধু ব্যথা, বিরহ গাঁথা, শিউলি মানে শুধু ভালোবাসা, অনুরাগের ছোঁয়া।

পলাশ মানে পুরুলিয়া — বসন্ত-হোলি রূপালী লালের মায়াময় জগৎ। বনরাজীতে লাল পলাশের উৎসব লাগে। লাল মাটিতে লাল পলাশের হাট বসে। পাহাড়ের নেশায় কেউ ছোটে, কেউ নদীতে, কেউ বা ঝর্ণা দেখতে, আমি ছুটি লাল মাটির দেশে লাল পলাশের দেশে। চোখের আলোয় লালের শোভা! এতো রূপের বাহারে পলাশের রক্তিম রাগে সূর্যের রঙও ফিকে হয়ে যায়। চোখে নেশা লাগে। পলাশের রাগে মন অনুরাগী হয়ে ওঠে। পৃথিবী তখন মাতাল হয়ে ওঠে। আমাদের ভালোবাসার সব রঙ লেগে থাকে পলাশের রঞ্জিত প্রতিটা পাপড়িতে, নমন ভোলা ওই পলাশ ফুলের দেশে। সবুজ বন রাশি শুধু লালে লাল হয়ে ওঠে পলাশ বনে মনে হয় হোলি খেলে রক্ত বর্ণ হয়ে উঠেছে। রজনীগন্ধা যদি নাইট কুইন হয় পলাশকে রেড কিং বলে ছোট করা যাবে না। বসন্তে পলাশের রাজ্যাভিষেক ঘটে আমাদের রুপসী বাংলায়। লাল মাটির দেশের পলাশ ফুল কিভাবে বাংলার মন জয় করে! শিউলির সুরোভিত সোহাগে খুঁজে পাওয়া যায় পলাশের পুলকিত রাগ। পলাশের পুলকিত রাগ কী শিউলির সুরভিত সোহাগ!

শরৎ আসুক বা না আসুক, শিউলি ফুটুক বা না ফুটুক। বসন্ত আসুক, পলাশ ফুটুক ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়, যৌবনের দূত হয়ে নব বসন্তে। পলাশের রাগে কার না ভালো লাগে

ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় পুলক জাগে
পুলকে-সোহাগে পৃথিবীতে দোল লাগে।

পুস্তক-পরিচয়

অন্য মহাকুম্ভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থলে শেষ হল মহাকুম্ভ। দেশ-বিদেশের বহু কোটি ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন পুণ্যস্নান করতে।

গত ১৩ জানুয়ারি মেলা শুরু হওয়ার আগে থেকেই মহাকুম্ভ নিয়ে শুরু হয় আলোচনা, লেখালেখি। এর পর নানা দুর্ঘটনা। অভিযোগ ওঠে অব্যবস্থার। সে সব নিয়ে শুরু হয় রাজনীতি। কিন্তু সেই বিতর্ক ছাপিয়ে বয়ে যায় আবেগের বন্যা, রেকর্ড তৈরি করে ফেলে মহাকুম্ভর ভিড়।

সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত দুই মলাটের নিচে ধরে রাখলেন এই বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনাকে। তথ্য, উক্তি, ছবি দিয়ে বিষয়টিকে পরিবেশন করেছেন নিজের মতো করে। কুম্ভমেলা আসবে, যাবে, কিন্তু থেকে যাবে এই সংকলন।

বইটিতে দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে আছে মোট ১৯টি পরিচ্ছেদ। সবই প্রয়াগরাজ বিষয়ক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে ২০২৪-এর বছর শেষে উত্তরপ্রদেশ সফরে গিয়ে তাঁর দেখা অযোধ্যা, গোরক্ষপুর, চৌরাচৌরা প্রভৃতি শহর এবং কিছু ঐতিহ্যস্থানের লেখা ও ছবি। 'গ্রন্থরশ্মি' প্রকাশিত ২২৫ পৃষ্ঠার বইটির মুদ্রিত মূল্য ২৭৫/-।

নির্বিঘ্নে পরীক্ষা আরামবাগের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মাধ্যমিকের পর এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদেরও পাশে দাঁড়িয়ে অভয় বাণী দিয়ে সাহস জোগালেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী এবং আরামবাগ আই সি রাকেশ সিং।

এদিন প্রথম দিন সকাল ৯ টার আগেই এই দুই আধিকারিক আরামবাগের মুথাডাঙা রামকৃষ্ণ হাই স্কুল প্রাঙ্গনে এসে হাজির হয়ে যান। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার আগে হাতে ফুল, জলের বোতল, বিস্কুট দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহস দিলেন। তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ভালো করে পরীক্ষা দেবে। আগে সব প্রশ্ন পড়ে নিও। তার পর ধীরে সুস্থে সুন্দর করে গুছিয়ে উত্তর লিখবে। আর কোনও ভাবেই ভয় পেয় না। আমরা তোমাদের সাথেই আছি। যে কোনও অসুবিধা হলে পরীক্ষকদের জানাবে। আমরাও আছি। সব সময় আছি তোমাদের পাশে।'

সোমবার সকাল থেকেই আরামবাগ মহকুমার স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা যথা সময়ে পৌঁছে যায়। তার আগে গোটা এলাকার বিভিন্ন রুট গুলি যাতে কোন ভাবেই যান জট না হয় তার জন্য সাত সকাল থেকেই ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু রুটে যথা নো এন্ট্রি বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সেই রুটে ভারি যান যাতে প্রবেশ করতে পারে ও সকাল আট টার পর থেকে যাতে রুটগুলি ফাঁকা থাকে সেই ব্যবস্থা করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এছাড়াও পরীক্ষা চলাকালীন বেশ কয়েকটি এলাকায় পুলিশ টহল দেয়। এরই মধ্যে দু-তিনজন পরীক্ষার্থী আডমিট কার্ড নিয়ে যায়নি। কর্তব্যরত পুলি কর্মীরা তড়িঘড়ি সেই সমস্যার সমাধান করে দেন। তাদের বাড়ি থেকে আডমিট কার্ড নিয়ে আসে পুলিশ।

মুথাডাঙা রামকৃষ্ণ হাই স্কুলে এস ডিপিও এবং আইসি সমস্ত পরীক্ষার্থী কে জল,ফুল,বিস্কুট দেন। তবে সাদা পোশাকের মানুষগুলো তাদের পাশে থেকে যে ভাবে সাহস জুগিয়ে গেলেন তা রীতিমত অভিভাবক মহলে শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ আধিকারিকদের এই সহযোগিতায় খুশি পরীক্ষার্থী থেকে শুরু করে অভিভাবক অভিভাবিকারা। মানবিক পুলিশের এই কাজে হতবাক হয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারাও। প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলগুলিতে পরীক্ষা ভালো ভাবে যাতে সমাধা হয় তার জন্য পুলিশ যথেষ্টই সচেষ্ট ছিল। আবার পুরশুড়ার একটি স্কুলে এক পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে পুরশুড়া থানার ওসি শুভজিত দে নিজেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। ওই পরীক্ষার্থী হাসপাতালেই পরীক্ষা দেয়।

এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, পরীক্ষার্থীরা যাতে সুষ্ঠ ভাবে পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য পুলিশ কর্মীরা সচেষ্ট ছিলেন তবে কিছু কিছু সমস্যা হলেও তা তড়িঘড়ি মিটিয়ে দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীরা ভালো ভাবেই পরীক্ষা দিয়েছে। প্রথম দিন নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেটেছে। পরীক্ষা কটা দিন এই ভাবেই পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকবে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সোমবার থেকে জীবনের দ্বিতীয় বড় পরীক্ষা অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়। সকাল থেকেই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ব্যস্ততা থাকে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় এ বছর মোট ১৮,৩৩০ জন পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে, যার মধ্যে ১০,২৬৪ জন ছাত্রী ও ৮,০৭৬ জন ছাত্র।

পরীক্ষা সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান ও বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জামালপুরের পাঁচড়া, নাবগ্রাম কুলীন বিহারী উচ্চ বিদ্যালয়, বেরুগ্রাম আচার্য গিরিশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল সহ জামালপুরের মোট পাঁচটি স্কুলের পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান এবং তাদের হাতে কলম, জলের বোতল ও চন্দনের ফোঁটা দিয়ে যাতে সকলের ভালো পরীক্ষা হয় সেই কামনা করেন।

ওই পরীক্ষাকেন্দ্রে মোট ৮৪১ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে এবার। জামালপুরের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক বিভিন্ন স্কুলগুলি পরিদর্শন করে দেখেন কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তা খোঁজ নিয়ে দেখেন ও জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন সমস্ত পরীক্ষার্থীকে ভালো পরীক্ষা দেওয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী কেউ মোবাইল ও ডিজিটাল ঘড়ি নিয়ে যাতে কেন্দ্রের ভেতরে প্রবেশ না করে। যাতে সুষ্ঠ ভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করে সবাই বেরিয়ে আসতে পারে। তার কামনা করেছেন তারা সকলেই। জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি বলেন, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেহেতু গরম পড়ছে,তাই পাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত লাইটেরও ব্যবস্থা করা হয়। যদি কোনও সমস্যা হয় প্রশাসনের তরফ থেকে সব রকমের সাহায্য করা হবে।

পরীক্ষা দিতে গিয়ে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। অন্যদিকে জামালপুর থানার অফিসার ইনচার্জ কৃপাসিন্ধু ঘোষের নেতৃত্ব প্রত্যেকটা মোড় গুলিতে পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়ান করা হয়। পরীক্ষা শুরুর আগে থেকে ও শেষ পর্যন্ত ভারী মালবাহী গাড়ি গুলির যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়। পরীক্ষা সেন্টারে বাইরে জনবহুল রাস্তা গুলিতে পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়ান রাখা হয়েছে যাতে কোনো পরীক্ষার্থীর কোনও সমস্যায় না পড়ে তার দিকে নজর রাখছে পুলিশ। জামালপুর থানার অফিসার ইনচার্জ কৃপাসিন্ধু ঘোষের এমন কাজকে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক থেকে শুরু করে এলাকাবাসীরা।

একই এপিক নম্বরে দু'জনের নাম, ভুয়ো ভোটার ধরতে পথে চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: একই এপিক নম্বরে দু'জনের নাম। একজনের বাড়ি গুজরাটে। অন্যজনের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। এদিন ভুয়ো ভোটারের বিষয়টির নজরে আসতেই বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ওই ভোটারের বাড়িতে যান পুরসভার চেয়ারম্যান।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাট পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ডালিয়া রায়। তাঁর এপিক নম্বর রয়েছে গুজরাটের আহমেদাবাদের ভবেশভাই প্রজাপতি নামে আরেক ব্যক্তির নামে। এদিন 'ভুয়ো ভোটার' সম্পর্কিত বিষয়ে তদন্তে নেমে বিষয়টি নজরে আসে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র।

তিনি বলেন, 'একই এপিক নম্বরে একাধিক নাম উঠে আসছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গুজরাট, রাজস্থান, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যের নাম। আমরা এই বিষয়ে বালুরঘাট শহরের বিভিন্ন জায়গায় স্ক্রুটিন কাজ শুরু করেছি। আজকে আমরা স্ক্রুটিন করার সময় জানতে পারি ডালিয়া রায়। তাঁর বাবার নাম বীরেশ্বর রায়। তাঁর এপিক নম্বর ও গুজরাটের একজন বাসিন্দার এপিক নম্বর একই। এটা এক ধরনের সাইটিফিকি রিগিং। দলনেত্রীর নির্দেশিকা কে মান্যতা দিয়ে আমরা এই স্ক্রুটিন শুরু করেছি। সেখানেই এ বিষয়টি সামনে এসেছে। আমরা পুরো বিষয়টি স্ক্রুটিন করে তার তালিকা আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাব।'

এবিষয়ে ডালিয়া রায়ের বাবার বীরেশ্বর রায় জানান, 'মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। তবে ভোটার কার্ড এখানেই রয়েছে। আজ দেখছি তাঁর নামে আরও একটি এপিক কার্ড অন্য জায়গায় কোনও এক ব্যক্তি ব্যবহার করছেন। বিষয়টি কিভাবে হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমার মেয়ে যাতে ভোট দিতে পারে সেটাও দাবি রাখছি।'

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার জানান, 'এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। তবে মূল বিষয় হল এটি দেখার দায়িত্ব প্রশাসকের। বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার কয়েক মাস আগে অভিযোগ করেছিলেন গোটা পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা এ সম্পর্কে একটি তালিকা জেলা প্রশাসনের কাছে দিয়েছি। তৃণমূল কংগ্রেস এ ধরনের ভুয়ো ভোটার তৈরি করে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় রয়েছে। এবারে যাতে আর না করতে পারে সেজন্য বিজেপি সক্রিয়ভাবে পথে নেমেছে। আর সেখানে তৃণমূল ভয় পেয়ে আগে থেকেই এভাবে বদনাম করার চেষ্টা করছে।'

বৃদ্ধাকে রাস্তায় ফেলে যাওয়ার অভিযোগ ছেলেদের বিরুদ্ধে

বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধাকে মুর্শিদাবাদ থেকে মালদা শহরের রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলেদের বিরুদ্ধে। আর ওই বৃদ্ধাকে রাস্তায় কান্নাকাটি করতে দেখে এগিয়ে এলেন ইংরেজবাজারের এক তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ দাস। তড়িঘড়ি ওই বৃদ্ধাকে আশ্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পুরসভার অধীনস্থ একটি বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করলেন জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক তথা আইনজীবী প্রসেনজিৎ দাস। তিনি বলেন, 'ওই বৃদ্ধার মুখ থেকে সমস্ত ঘটনার কথা শুনেছি। তাঁর তিন ছেলের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতে মামলা রুজু করা হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৮০ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধার নাম শিবানী দাস। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি এলাকায়। এদিন সকালে মালদা শহরের একটি এলাকার রাস্তার ধারে অসহায় অবস্থায় কান্নাকাটি করছিলেন ওই বৃদ্ধা। সেই সময় মোটরবাইকে করে যাচ্ছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দাস। ওই বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসেন তিনি। এরপরই ওই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ঘটনার কথা জানতে পারেন। পাশাপাশি তৃণমূলের এই প্রাক্তন কাউন্সিলর তাঁর সহযোগীদের সাহায্য নিয়েই ওই বৃদ্ধাকে মালদা শহরের বাঁধরোড এলাকার একটি বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

বৃদ্ধা শিবানী দাস জানিয়েছেন, তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ কান্দিতে। তার স্বামী সামান্য রোজগার করতেন। দীর্ঘদিন আগে তিনি মারা গিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর তিন ছেলে, দুই মেয়ে রয়েছে। সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। সংসারে নাতি নাতিরাও রয়েছে। সম্পত্তি তিনি ছেলে তার নামে থাকা একটি পাকা বাড়ি বিক্রি করে দেয়। বাড়ি বিক্রির পর তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। নিজের রাস্তা নিজে দেখে নিতে বলে। এরপরে দিন এক ছেলে, মালদায় ঘুরতে যাওয়ার নাম করেই মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে এনে ফেলে পালিয়ে যায়। যদিও ওই তৃণমূল নেতা সহযোগিতা পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বৃদ্ধা শিবানী দাস।

তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা মালদার প্রস্তাবের সচিব প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চোখের সামনে এরকম একটি বৃদ্ধাকে অসহায় অবস্থায় থাকতে দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। ওই বৃদ্ধাকে আপাতত ইংরেজবাজার পুরসভার অন্তর্গত বাঁধরোড এলাকার একটি বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও বয়সের ভারে ওই বৃদ্ধা সম্পূর্ণ ভাবে বাড়ির ঠিকানাটি বলতে পারছেন না। তবে তার ছেলেদের নাম বলেছেন। কী ভাবে তাঁকে চালাকি করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে মালদায় নিয়ে আসা হয়েছিল, সে সম্পর্কেও জেনেছি। ওই বৃদ্ধার ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে ওই বৃদ্ধার ছেলেদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হবে।'

ব্রাত্য বসুকে ব্রাত্য করে দেওয়াই উচিত, যাদবপুর-কাণ্ডে অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: যাদপপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে লোন উলিফ অ্যাটাক বলেই ব্যাখ্যা দিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। পাশাপাশি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ব্রাত্য বসুর কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। অধীরবাবু বলেন, ব্রাত্য বসুকে নাট্যকার গুনীজন বলে ভাবতাম। এখব মনে হচ্ছে ব্রাত্য বসুকে ব্রাত্য করে দেওয়াই উচিত।

পাশ্চাত্য দেশে হিংসা ছড়াতে বা আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করতে একা গাড়ি নিয়ে মানুষের ওপর দিয়ে চালানোর ঘটনা বহু রয়েছে। এই ধরণের হিংস্র ঘটনাকে লোন উলফ অ্যাটাক বলা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে লোন উলফ অ্যাটাক বলেই বর্ণনা দিলেন অধীর চৌধুরী। শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির তলায় পড়ে প্রথম বর্ষের এক ছাত্র গুরুতর জখম হয়েছেন। ওই ছাত্রের দৃষ্টি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি ছাত্রের উপর দিয়ে চালানো হয়েছে। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজে গাড়িতে বসেছিলেন। ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সারা রাজ্যে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এসএফআই।

অধীরবাবু বলেন, 'যাদপপুরের ঘটনার নিন্দা জানানোর কোন ভাষা নেই। ব্রাত্য বসুকে সারা রাজ্যের মানুষ সাহিত্যিক, নাট্যকার হিসাবে জানেন। আমিও ওঁকে ভদ্রলোক হিসাবেই জানতাম। কিন্তু যাদবপুরে যা ঘটল তা নিন্দনীয়। একজন উজ্জ্বল ছাত্র আজ দৃষ্টি হারানোর মুখে। ব্রাত্যবাবুর যদি এতটুকু মানবিকতা থাকে তা হলে এই মূহূর্তে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে পদত্যাগ করা উচিত। উনি নিজেও জানতেন বিক্ষোভের মুখে যাচ্ছেন। মন্ত্রী নেতাদের উপর হামলা এটাই প্রথম নয়। আমিও বহুবার ক্ষোভের মুখে পড়েছি। গাড়িতে হামলা হয়েছে। তাই বলে গুলি চালিয়ে দেব। উনি পারলে গুলিও চালিয়ে দিতেন। ছাত্র আন্দোলন তাদের অধিকার। না হলে তৃণমূল বলে দিক, এই রাজ্যে প্রতিবাদ করা যাবে না।'

সোনামুখীতে গুলি কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের চকাই গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গুলিচালনার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী সেকেন্দার খানকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার স্থানীয় তৃণমূল বুথ সভাপতি নাসিম শেখকে লক্ষ্য করে সেকেন্দার গুলি চালায় বলে অভিযোগ। সোমবার ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

শনিবার বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাই গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি নিকাশি নালা তৈরি করা নিয়ে বচসা বাধে তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতি নাসিম শেখ গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রথমে বচসা বাধে তৃণমূলেরই অপর গোষ্ঠী সেকেন্দার খানের। সংঘর্ষ চলাকালীন আচমকাই সেকেন্দার খান বন্দুক বার করে নাসিম শেখকে উদ্যেশ্য করে গুলি ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন নাসিম শেখ। এরপর নাসিম গোষ্ঠীর হাতে বেধড়ক মার খেয়ে গুরুতর জখম হন সেকেন্দার খানও। গুরুতর আহত অবস্থায় সেকেন্দারকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসায় সেকেন্দার কিছুটা সুস্থ হতেই এদিন তাকে গ্রেপ্তার করে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে সোনামুখী থানার পুলিশ। সেকেন্দার পরিবার গোটা ঘটনায় সেকেন্দারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা তৃনমূলের গুলিবিদ্ধ বুথ সভাপতির বিরুদ্ধেই গুলি চালানোর অভিযোগ এনেছে। তাঁদের দাবি, তৃণমূলের বুথ সভাপতি গোটা ঘটনা সাজিয়ে সেকেন্দারকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স লিন্ডে ইন্ডিয়া লি** এর নিম্নোক্ত ইক্যুইটি শেয়ার সমূহ হস্তান্তর দলিল ব্যতীতই স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে। আমি/আমরা এতদ্বারা যথাযথ প্রক্রিয়া অধীনে **মেসার্স লিন্ডে ইন্ডিয়া লি.**-এর নিকট, বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি ইস্যু করার জন্য আবেদন করেছি।

ক্রম নং	শেয়ারহোল্ডারগণের নাম	কোম্পানির নাম	ফোলিও নং	সার্টিফিকেট নং	ডিসটিংটিভ নং	শেয়ার সংখ্যা প্রাথমিক মূল্য সহ
১.	কৃষ্ণমাচারি রাজাগোপালন	মেসার্স লিন্ডে ইন্ডিয়া লি	১৮০৯৬৩৬	৪১৭৮৬৪	৩৩৭৪৯৩-৩৩৭৫১২	২০টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					১৩৯৫১৯০-১৩৯৫৩০৯	১২০টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					২০৭২০৬৮- ২০৭২০৭৫	৮টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					২৬৫৮১৯৬- ২৬৫৮২০৬	১১টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					৩৬৭০২৭৩-৩৬৭০২৮০	৮টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					৩৮৯৯৪৩২-৩৮৯৯৪৪৪	১৩টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					৪৮৯৪০৮৩-৪৮৯৪১০২	২০টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					৬৪৫৩১০৭-৬৪৫৩১৩২	২৬টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					১১৪৬০১১৬-১১৪৬০২১৫	১০০টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					২৭৬১১৯৯৮-২৭৬১২৩১৭	৩২০টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত
					মোট	**৬৪৬টি শেয়ার ১০ টাকা আদায়দত্ত**

কোনও ব্যক্তির উক্ত শেয়ার সম্পর্কিত কোনও দাবি থাকলে **মেসার্স লিন্ডে ইন্ডিয়া লি** এর প্রামাণ্য নথি সহ পৃথকভাবে কোম্পানির নিকট রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় -**অক্সিজেন হাউস, পি৪৩, তারাতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৮** বা আরটিএ **মেসার্স কে ফিন টেকনোলজিস লি**, সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট নং ৩১ এবং ৩২, সেরিলিঙ্গমপল্লি, নানাকামগুড়া, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, গাচিবাউলি, হায়দরাবাদ -৫০০০৩২ ঠিকানায় দাবি দাখিল করতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে, অন্যথায় **মেসার্স লিন্ডে ইন্ডিয়া লি** উক্ত ফোলিও অনুযায়ী বিকল্প সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যুর প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।

স্থান : চেন্নাই, তারিখ : ০১.০৩.২০২৫

দাবিকারীর নাম : রুকমনি রাজাগোপালন

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স আইটিসি লি. এর সার্টিফিকেট(গুলি) হস্তান্তর দলিল ব্যতীতই স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে। আমি/আমরা মেসার্স আইটিসি লি এর নিকট বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি ইস্যুর জন্য যথাযথ নোটিশ পাঠিয়েছি।

কোম্পানি এবং শেয়ারহোল্ডারগণের নাম	ফোলিও নং	সার্টিফিকেট নং	ডিসটিংটিভ নং	শেয়ার সংখ্যা প্রাথমিক মূল্য সহ
মেসার্স আইটিসি লিমিটেড শেয়ারহোল্ডারের নাম (জয়প্রকাশ আগরওয়াল)	০১/৫০৮	৩৯	২২৮৩৭১-২২৯২২০	৮৫০টি শেয়ার ১ টাকা আদায়দত্ত
		৬৬২৪৬	২৫০৩৫৩৮৮০৬-২৫০৩৫৩৯২৩০	৪২৫টি শেয়ার ১ টাকা আদায়দত্ত
		১৫৩৫১৭	৩৮২৬৯১৯৪৬৬-৩৮২৬৯২০৭৪০	১২৭৫টি শেয়ার ১ টাকা আদায়দত্ত
			মোট	২৫৫০টি শেয়ার ১ টাকা আদায়দত্ত
	০১/২১৯০৯	১২৩২	৩১৯৯৭৪১-৩২০০০০০	২৬০টি শেয়ার ১ টাকা আদায়দত্ত
		৬৭৪৩৯	২৫০৫০২৪৪৯১ - ২৫০৫০২৪৬২০	১৩০টি শেয়ার ১ টাকা আদায়দত্ত
		১৫৪২৮৮	৩৮২৯৪০৩২৪১-৩৮২৯৪০৩৬৩০	৩৯০টি শেয়ার ১ টাকা আদায়দত্ত
			মোট	৭৮০টি শেয়ার ১ টাকা আদায়দত্ত

কোনও ব্যক্তির উল্লিখিত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলির বিষয়ে কোনও দাবি থাকলে মেসার্স আইটিসি লি এর প্রামাণ্য নথি সহ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে মেসার্স আইটিসি লি এর রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৭স জে এল নেহরু রোড, কলকাতা : ৭০০০৭১ ঠিকানায় দাবি দাখিল করতে পারেন, অন্যথায় মেসার্স আইটিসি লি বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকে(গুলি) ইস্যুর প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে উক্ত ফোলিও অনুযায়ী।

স্থান : চেন্নাই
তারিখ : ০৪.০৩.২০২৫

দাবিকারীর নাম
ইন্দু আগরওয়াল

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা / Bank of Baroda

এম. জি. রোড বজ বজ শাখা
৫২৫, এমজি রোড, বজ বজ, কলকাতা - ৭০০ ১৩৭
ইমেল : dbbudg@bankofbaroda.co.in

দাবি নোটিশ

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি :

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	নোটিশের তারিখ / এনপিএ তারিখ	চুক্তি নিরাপত্তা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	সুবিধার প্রকৃতি/ সীমা/ সুদের হার/বকেয়া পরিমাণ
শ্রীমতি রেজিনা খাতুন এবং শ্রী মুস্তাকিম করিম (অংশীদারগণ), দয়ানগর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৩৫। **শ্রীমতি রেজিনা খাতুন (জামিনদাতা),** মৌজা জামিল পাড়া, জেএল নং ৩৪, পো বাওয়ালি, চণ্ডীপুর, থানা : বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৩৮। **শ্রীমতি সুরেবা বিবি (জামিনদাতা),** দয়ানগর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৩৫	**নোটিশের তারিখ ১৫.০২.২০২৫** **এনপিএ তারিখ : ০৭.০২.২০২৫**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমিতে পরিবর্তিত : **ক) উল্লেখ্য মূল দলিল নং ১-৯৭৬-২০১৯ সালের রেজিনা খাতুন** এর অনুকূলে খালি জমি বিস্তারিত মৌজা : জামালপুর, জেএল নং ৩৪, থানা : বজ বজ, খতিয়ান আরএস/এলআর নং ২২০৮, প্লট নং আরএস/এলআর নং ১২, এরিয়া ১৬ শতক শালি জমি থেকে বাস্তু জমিতে পরিবর্তিত ০৬.১২.২০২২ তারিখে জামিন হিসেবে রেখিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি উত্তরে :** ৬ ফুট কাঁচা সড়ক, **দক্ষিণে :** সুরেবা বিবির আগ্রহী ক্রেতা, **পূর্বে :** জমির অংশত শালি জমি সুরেবা বিবি আগ্রহী ক্রেতা, **পশ্চিমে :** রবীন্দ্রনাথ দাসের শালি জমি। **খ) উল্লেখ্য মূল দলিল নং ১-৯৭৮-২০১৯ সালের সুরেবা বিবির** অনুকূলে খালি জমির বিস্তারিত মৌজা জামালপুর, জেএল নং ৩৪, থানা : বজ বজ, খতিয়ান নং আরএস/এলআর নং ২২১৪, প্লট আরএস/এলআর নং ১২, এরিয়া ১৭ শতক শালি জমি থেকে বাস্তু জমিতে পরিবর্তিত ০৬.১২.২০২২ তারিখে, জামিন হিসেবে রেখিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** আগ্রহী ক্রেতা রেজিনা খাতুন এবং ৬ ফুট কাঁচা রাস্তা, **দক্ষিণে :** শেখ জামালুদ্দিনের শালি জমি, **পূর্বে :** অন্না চন্দ্র দাসের শালি জমি, **পশ্চিমে :** রবীন্দ্র নাথ দাসের শালি জমি।	**মর্টগেজ লোন এ/সি নং ৮১৩০০৬০০০০১৩৭৯ সীমা : ৩৯,৯৯,৭৮৪ লাখ টাকা বকেয়া পরিমাণ ৩৮,৮৭,৯৬৭.৮০ টাকা** (আটত্রিশ লাখ সাতাশি হাজার নশো সাতষট্টি টাকা এবং আশি পয়সা) অধার্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা থেকে উল্লিখিত ঋণসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সুদ সহ আপনার ঋণখেলাপী করেছেন। ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে। রেজিস্টার্ড ডাকে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরণ সত্ত্বেও তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই বকেয়া উশুলের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ব্রতী হবে।

তারিখ : ০৪.০৩.২০২৫
স্থান : বজবজ

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২১.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৮৩.১৬ লাখ টাকা (০২.১২.২০২৪ অনুযায়ী)** চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **অ্যাবকে ট্রেডিং কোম্পানি, ডিরেক্টরগণ : শ্রী মনোজ আগরওয়াল, শ্রী গিরিধারি লাল আগরওয়াল, শ্রীমতী নমিতা আগরওয়াল এবং শ্রীমতী বিনা আগরওয়াল, জামিনদাতা : অর্জুন লাল কয়াল, কর্পোরেট জামিনদাতা : অ্যাবকে ট্রেডস প্রা. লি.** রেজি অফিস - ১২এ, রাওডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭, গোডাউন - ৪, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ১১তম তল, পো. প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **৩১,৮৪,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা - **৩,১৮,৪০০.০০ টাকা** এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

একটি অফিস স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ৫২৮ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৬০ বর্গফুট) (যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে) জি-১০ তলা ভবনে ১১শ তলে, ৪ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, পো : প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, থানা : বউবাজার, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৪৬ অধীন, দলিল নং ০২২২১ তারিখ ০৩.০৩.২০০৫, **অ্যাবকে ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড (সম্পত্তি আইডি :SBIN77155475477)**

এনকামব্রানসেস : হাইকোর্ট মামলা নং ১৬৩-২০২৪ সালের,
রক্ষণাবেক্ষণ ফি : ৮৯,০৫২.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৫.০৩.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২১.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩০.৭৯ লাখ টাকা (২৬.০২.২০২৫ অনুযায়ী)** চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত,** পিতা শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কল্যাণ নগর, মজুমদার ভিলা, পো. কল্যাণ নগর, ভায়া পানশীলা, থানা - খড়দহ, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১২ কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য : **১৩,৩৭,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা - **১,৩৩,৭০০.০০ টাকা** এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
(জ্ঞাত দায়দ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ৭ এবং ৮ পরিমাণ আনুমানিক ২৪০ বর্গফুট একতলায় ব্লক নং ১, উত্তর দিকে অবস্থিত মৌজা : কেরুলিয়া, হোল্ডিং নং ৮/৫১৩, ওয়ার্ড নং ১৭ ওল্ড ক্যালকাটা রোড, বহুতল ভবন মজুমদার ভিলা নামে, এডিএসআরও -বারাকপুর অধিক্ষেত্রে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অরুণ কুমার ভাদুড়ির ভবন, দক্ষিণে : প্লট নং বি, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া নিকাশি, পশ্চিমে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড। **সম্পত্তি কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২১১৮, তারিখ ০৮.০৩.২০০৬,** রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

সম্পত্তি আইডি নং : এসবিআইএন৭৮২৭২৫৩১৮৯৪

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৫.০৩.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৪.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি (সম্প্রসারিত)
লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড-কলকাতায় শেয়ার লেনদেনে নিযুক্ত -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	সিন সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U74140WB2010PTC151309
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রুম নং ৮০৩বি, শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, জে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	সিডি-র ওয়েবসাইট নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	গত আর্থিক বর্ষে কোনও বিক্রি নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	**বিগত দুই বছরের শেষ প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন (শিডিউল সহ) :** পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : linkpointadvisorycirp@gmail.com **বিনিয়োগকারীগণের তালিকা পাওয়া যাবে আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট থেকে**
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : linkpointadvisorycirp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২০ মার্চ ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩ মার্চ ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮ মার্চ ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৩১ মার্চ ২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট	৫ এপ্রিল ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৬ মে ২০২৫
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	linkpointadvisorycirp@gmail.com

স্বা/-
বিষ্ণু কুমার তুলসিয়ান
প্রস্তাব পেশাদার
লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01428/2019-20/12525
ঠিকানা : পি-২, নিউ সিআইটি রোড ইউনিট নং ২১০, কলকাতা - ৭০০০৭৩

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজিঃ অফিস : "ঝিল মিল", সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি কলকাতা-৭০০১০৬
টেলি: (০৩৩) ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫১৮, ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com

পোস্টাল ব্যালট ইনটিমেশন

কোম্পানি সোমবার, ৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ ই-ভোটিংয়ের জন্য সদস্যদের কাছে, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) অথবা কোম্পানির সাথে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করেছেন; ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে কেবলমাত্র রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া সাপেক্ষে। যে শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত নয়, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ই-মেইল আইডি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরিতে নিবন্ধন করুন এবং ক্লায়েন্ট মাস্টারের একটি স্ক্যান কপি rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, rahul@niccoparks.com অথবা ankit@niccoparks.com ঠিকানায় পাঠান যাতে এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখিত রেজোলিউশনের জন্য ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা যায়।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১১০ এবং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২২ এবং ২০, যা এমসিএ সার্কুলারের সাথে পঠিত, সদস্যদের কাছে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি বিতরণ করা হবে না। তবে, এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্য থাকা সকল ব্যক্তি (যারা কোম্পানি বা ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধিত না থাকার কারণে এই নোটিশটি পাননি তাদের সহ) এই নোটিশে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

বিস্তারিত ই-ভোটিং নির্দেশাবলী নীচে তালিকাভুক্ত করা হল-
(ক) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় : বৃহস্পতিবার, ৬ মার্চ, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি)।
(খ) রিমোট ই-ভোটিং শেষের তারিখ এবং সময় : শুক্রবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি)।
(গ) কাট-অফ তারিখ : শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫।
(ঘ) কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে সদস্যদের ভোটাধিকার তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের সংখ্যার অনুপাতে হবে।
(ঙ) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং ৪ এপ্রিল, ২০২৫ সন্ধ্যা ৫টার পরে অনুমোদিত হবে না। পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।

যে কোনও সদস্য যারা পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তারা rdinfotech@yahoo.com, info@rdinfotech.net, rahul@niccoparks.com অথবা ankit@niccoparks.com এই ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়ে নোটিশটি পেতে পারেন। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.niccoparks.com থেকেও এটি ডাউনলোড করা যেতে পারে। অনুগ্রহ করে এই নোটিশটিকে আমাদের সেই সকল সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করুন যারা এই বিষয়ে অন্য কোনও যোগাযোগ মিস করেছেন বা পাননি এবং প্রস্তাবিত দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে চান।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী পি. ভি. শুব্রামনিয়ান (সি.পি. নং ২০৭৭ এবং এসিএস ৪৫৮৫), যিনি সার্বক্ষণিক অনুশীলনে কোম্পানি সচিবকে ডাক ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

চেয়ারপারসন অথবা চেয়ারপারসন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডাক ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করবেন। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ডাক ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত এক্সচেঞ্জগুলিতেও জানানো হবে এবং www.bseindia.com ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা হবে।

যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে ১৮০০-২২২-৯৯০ কল করতে পারেন অথবা ইমেল ঠিকানায় evoting.nsdl.co.in টেলিফোন নম্বর +৯১-২২-২৪৯৯ ৪৫৪৫/১৮০০-২২২-৯৯০ অনুরোধ পাঠান।

বোর্ডের আদশেক্রমে
নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট-কোম্পানি সেক্রেটারি
এবং কমপ্লায়ান্স অফিসার
আইসিএসআই সদস্য নং - ২০৭১৪

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৩.০৩.২০২৫

বাবা-মাকে খুনে যাবজ্জীবন সাজা মেয়ে-জামাই ও তার সাগরেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: হাবড়ার দম্পতি খুনে তিনজনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করলো বারাসত জেলা আদালতের বিচারক। সোমবার বারাসাত জেলা এসিজেএম (পঞ্চম) আদালতের বিচারক দিপালী শ্রীবাস্তব এই সাজা ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন দম্পতির ছোট জামাই বান্টি সাধু, তার সাগরেদ অজয় দাস এবং বান্টির স্ত্রী নিবেদিতা সাধুখা মণ্ডল। যাবজ্জীবন সাজার সঙ্গে আরও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে আদালত। অনাদায় আরও ছমাসের জেল। এর সঙ্গে অজয় দাস এর কাছ থেকে আর্মস উদ্ধার হওয়ার কারণে তাকে আরও পাঁচ বছরের জেল ও ৫০০০ টাকা জরিমানায়, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের জেলের নির্দেশ দেন বিচারক।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০, মঙ্গলবার রাতে হাবড়ার টুনিঘাটা লন্ডন পারার বাড়িতে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় প্রাক্তন সেনাকর্মী রামকৃষ্ণ মণ্ডল এবং তার স্ত্রী লীলারানির। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে মাথায় এবং বুকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল দম্পতিকে। পুলিশি তদন্তে গ্রেপ্তার হয় ওই দম্পতির ছোট জামাই বান্টি সাধু তার সাগরেদ অজয় দাস এবং বান্টির স্ত্রী নিবেদিতা সাধুখা মণ্ডল। পুলিশি জেরায় তারা শিকারও করে, বান্টির প্রায় বাজারে ৮-১০ লক্ষ টাকার দেনা হয়েছিলো এবং পাওনাদারদের টাকার চাপে, শ্বশুর-শাশুড়িকে চাপ দিতে শুরু করে বান্টি। টাকা দিতে অস্বীকার করলে পরিকল্পনা করে খুন করে তারা। সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বান্টি, অজয় এবং নিবেদিতাকে দোষী সাব্যস্ত করে বারাসত জেলা আদালত। সোমবার তাদের সাজা ঘোষণা করেন বিচারক।

এসএফআইয়ের ধর্মঘটে মেদিনীপুরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সোমবার রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআইয়ের ডাকা ধর্মঘটে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছড়ায় মেদিনীপুর কলেজে। পড়ুয়ারা কলেজে ঢুকতে গেলে তাদের বাধা দেয় এসএফআই সদস্যরা। এরপর জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে বেশ কিছু টিএমসিপি সদস্য কলেজ গেটের সামনে পৌঁছালে এসএফআই সদস্যদের সঙ্গে বসসায় জড়িয়ে পড়েন। বাদানুবাদ থেকে শুরু হয় ধস্তাধস্তি এবং হাতাহাতি। মারামারির ঘটনায় দুপক্ষেরই কয়েকজন আহত হয়েছেন।কলেজে এস এফ আই এবং টিএমসিপি-র মধ্যে ঝামেলা হওয়ার আশঙ্কায় আগে থেকেই মজুদ থাকা পুলিশ বাহিনী কয়েকজনকে আটক করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এসএফআই নেত্রী শাঁওলি দত্তের অভিযোগ, এসএফআই কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করছিল। সেই সময় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বহিরাগতদের এনে এসএফআই কর্মীদের হেনস্থা করে।

টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এসএফআইয়ের এর অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এসএফআই কর্মীরা কলেজ গেট বন্ধ রেখে ছিল। আমরা গিয়ে গেট খোলানোর কথা বলি।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফাইল ব্যাগ, কলম, ক্যাডবেরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল। হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে শুভেচ্ছাপত্র ফাইল ব্যাগ ক্যাডবেরি কলম তুলে দিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। সোমবার সকাল থেকেই উত্তরপাড়ার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র গুলিতে গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছেলে এবং মেয়েদের হাতে এইসব শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দিলেন তিনি।

এবার উত্তরপাড়া কেন্দ্রে চারটি পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল উত্তরপাড়া গভর্মেন্ট স্কুল উত্তরপাড়া টাউন স্কুল উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ বয়েজ ও মাখলা দেবিশ্বরী স্কুল মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২০০ বলে জানা গেল। উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ স্কুলে পড়েছিল পরীক্ষা কেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ও পরিচালন সমিতির সভাপতি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি সিআইসি শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন শুভেচ্ছাপত্র। এবার হুগলিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ২৩ হাজার ৪৪২ জন ছাত্র ১০১৫০ জন ছাত্রী ১৩২৯২ জন হুগলি জেলা জুড়ে মোট পরীক্ষা কেন্দ্র ৯৬টি এবার পরীক্ষা কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টর থাকছে, থাকছে সিসিটিভি ক্যামেরা ও প্রত্যেক স্কুলের জেনারেটর সহ নানা ব্যবস্থা জানা গেল প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

আত্মঘাতী পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর দিনেই নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার কারকবেড়িয়া গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম বর্ষা দে। পরীক্ষা নিয়ে মানসিক অবসাদের জেরেই ওই পরীক্ষার্থী আত্মঘাতী হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

বিতর্কিত মন্তব্য কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বামপন্থী ছাত্রদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করলেন তৃণমূল সাংসদ। সঙ্গে দেখে নেওয়ারও হুঙ্কার কল্যাণের গলায়। বিতর্কিত মন্তব্য করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'যাদবপুরে বাম-অতিবাম ওসব শক্তিশালী ছেলেমেয়েদের আমাদের দেখা আছে। নিজের পাড়ায় কুত্তাও রাজা হয়। বাইরে বেরিয়ে এসো দেখে নেব।'

শনিবার যাদবপুরে ওয়েবকুপার একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে বামপন্থী ছাত্রদের বিরুদ্ধে। মন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি তাঁকে নিগ্রহের করা হয় বলে দাবি তুলেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই মন্তব্য করতে গিয়ে হুগলির সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আপনার যদি কোনও দাবি থাকে, তা হলে সেই দাবিকে অফিশিয়ালি জানাতে পারতেন যেতে পারতেন। শিক্ষামন্ত্রী গেছে বলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, এটা আবার কী? বিগত সাত আট বছর ধরে দেখছি যাদবপুরের বাম এবং অতিবাম এরা এমন একটা কাজ করছে যাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বদনাম হয়।'

কল্যাণ বলেন, 'এর আগেও দেখেছি র‍্যাগিংয়ের জন্য মৃত্যু হয়েছে। তার আগে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। এই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির বাম এবং অতি বামরা আরজি করার সময় ধুন্ধুমার করেছিল। এরা সিপিএমের সব গুন্ডা। আর গুণ্ডামি ছাড়া আর কিছু করতে জানে না। মহম্মদ সেলিম মূলত একটি গুন্ডা দলের লোক।' আরও আক্রমণাত্মক হয়ে তিনি বলেন, 'এই সিপিএমের কাছে কোনও ভদ্রতাও পাবে না সভ্যতাও পাবে না। সব জায়গাতেই শূন্য হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। তারপরে ওরা বাঁদরামো করছে। অসভ্যতা করছে। এই তো ডানকুনিতে কয়েকদিন আগে ওদের রাজ্য সম্মেলন হল তিন দিন ধরে। কোথাও কি গন্ডগোল হয়েছে? কেউ করতে পেরেছে? আপনারা যদি ব্রাত্য বসুর মতো শিক্ষামন্ত্রীকে মারেন তাহলে আপনাদের রাজ্য সম্মেলনে সবাই তো মার খেয়েই চলে যেত।'

তৃণমূল সাংসদের দাবি, 'তৃণমূল শান্তির দল। বা কিন্তু আমরা এইসব করি না। এসব অসভ্যতা করবেন না তাহলে কিন্তু আগামী দিনে আপনারাও মিছিল মিটিং করতে পারবেন না। আর যদি ভাবেন যাদবপুরে এসেছে বলে মস্তানি করে নেব, তা হলে পশ্চিমবঙ্গে আরও কিন্তু অনেক মাঠ খালি আছে সেখানেও আমাদের ছেলেরা আছে।'

হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দিল মালডাঙা আরএম ইনস্টিটিউশনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জিহ্বা পারভিন মণ্ডল।

মন্তেশ্বর ব্লকের মালডাঙ্গা আরএম ইনস্টিটিউশনের উচ্চ মাধ্যমিক কলা বিভাগের পরীক্ষার্থী জিহ্বা পারভিন মণ্ডল দু'দিন আগে বাড়িতে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়। সুস্থ না হওয়ার জন্য সোমবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হাসপাতালের বেডে বসেই দেয়। তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার ছিল মন্তেশ্বর সাগর বালা উচ্চ বিদ্যালয়ে, মন্তেশ্বর সাগরবালা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয় মন্তেশ্বর হাসপাতালেই। শুরুতেই পরীক্ষা দিচ্ছিল কিছুক্ষণ পরই পেটের যন্ত্রণা উপসর্গ দেখা দেওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ রাখে, চিকিৎসকের তৎপরতায় সামান্য সুস্থ বোধ করায় পুনরায় পরীক্ষা দিতে শুরু করে। নির্ধারিত সময়ে সে পরীক্ষা লেখা শেষ করেছে বলে জানিয়েছে।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২০.০৩.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১২.০৩.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে** ২০.০৩.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬)]**

সংশ্লিষ্ট **৩১,০০,০০৭.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ সাত টাকা) ২২.০২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং খরচ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **রাধা কানাইয়া অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট এন্টারপ্রাইজেস, স্বত্বা প্রয়াত প্রয়াগ যাদব (প্রয়াত)** পিতা লাখো যাদব, প্রয়াত প্রয়াগ যাদবের আইনি উত্তরাধিকারীগণ - **১) শ্রীমতী উমা দেবী ২) শ্রী রাম কৃষ্ণ যাদব ৩) শ্রী প্রদীপ কুমার যাদব ৪) শ্রী রাজু যাদব ৫) শ্রীমতী মমতা যাদব (বিবাহিত) ৬) শ্রীমতী সুনীতা যাদব (বিবাহিত)** এদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য ঃ

সম্পত্তি নং ১ : ৩১,৯০,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : **৩,১৯,০০০.০০ টাকা**
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **২০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এইচ/৪, ষষ্ঠতলে (জি-৫) বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে, পরিচিত অর্ঘ্য হাউসিং কমপ্লেক্স নামে এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং লিফট, সিঁড়ি, চাতাল ইত্যাদি সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার ভোগ দখলের অধিকার অবস্থিত আর এন রোড, মৌজা :সান্তা, জেএল নং ২০, প্লট/দাগ নং ৩৮৫১ (অংশ), হোল্ডিং নং ১৪/৩৭৫/১৪, পো : আসানসোল, থানা :হীরাপুর, এডিএসআর ঃআসানসোল, ওয়ার্ড নং ৫২ , আসানসোল পুরসভা অধিক্ষেত্রে, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, (পশ্চিমবঙ্গ), ৭১৩৩০৪। **স্বত্ব দলিল নং ১-৭৩১৬-২০০৯ সালের, এডিএসআর আসানাসোল।**

চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : চলার পথ এবং সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং বি/৪, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং সি/৪, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ০৪.০৩.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.
GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজি. অফিস : রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০,
শাখা অফিস : (বারাসত শাখা) : ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন - ৭০০১২৭
শাখা অফিস : (কলকাতা শাখা) : ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি বি ডি বাগ, রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০০০১
শাখা অফিস : (গরিয়া শাখা) : ২১, গরিয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহংস, গরিয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪

দাবি নোটিশ (২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে)

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণকে বসবাসের প্রেমিসেস/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য অথবা বসবাসের সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য ঋণ মঞ্জুর করেছিল যা সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত হিসেবে জিআইসিএইচএফ লি.-এর অনুকূলে। সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট চূড়ান্তভাবে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলীর অধীনে।
জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ঋণগ্রহীতাগণকে মোট বকেয়া পরিমাণ এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ এবং চার্জ চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া মূল অর্থাঙ্কের সঙ্গে সম্পূর্ণ আদায়দান পর্যন্ত এবং/বা আদায় হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় ব্যর্থ হলে জিআইসিএইচএফ লি. উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
আপনাদের আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ এর উপধারা অধীনে আপনারা সংশ্লিষ্ট জমি বিক্রয়, লিজ অথবা অন্যভাবে জামিনদত্ত সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না জিআইসিএইচএফএল-এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হিসেবে উক্ত আইনের ২৯ ধারা অধীনে।
সংশ্লিষ্ট নোটিশ জিআইসিএইচএফএল কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই আপনাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য আইনের সংস্থান অধীনে ইস্যু করেছে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত আইনের ১২ উপধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নোটিশ ইস্যু করেছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম/ লোন ফাইল নং/শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা	প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	শ্রী সুব্রত সরকার এবং শ্রীমতি শ্রীপদ সরকার WB0770600000171 এবং WB0770600000459 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ ১ কাঠা অবস্থিত মৌজা : কালুপুর, জেএল নং ১৫১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৪৪৭ এবং ৫৪৪৮, আরএস খতিয়ান নং ৬২২ এবং এলআর খতিয়ান নং ১৯১১/১, ৪১৮০, ৭১৬, পো এবং থানা : বনগাঁ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৩৫, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে ৬ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক, দক্ষিণে : ঠাকুরপদ সরকার, পূর্বে : সুমন্ত সরকার, পশ্চিমে : বিধান চন্দ্র রায় এবং শ্রীপদ সরকার।	২৪.০১.২০২৫	১১,২৫,৭২৯/-
২.	শ্রী মুকেশ ঝা এবং শ্রীমতি রীনা ঝা, WB0770600000310 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ১১ ছটাক ২৯ বর্গফুট এবং তদস্থিত একতলা পাকা ভবন , অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৮/সি, রবীন্দ্র বসু লেন, মৌজা : হালিশহর, জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, সিএস দাগ নং ৩২২২, সিএস খতিয়ান নং ২৫৩৮, আরএস দাগ নং ৩২২২/৯৫৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৩১৯, এলআর দাগ নং ৭৫০৬, এলআর খতিয়ান নং ৭১৫, থানা : বীজপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩১৩৪। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : মুরারী মোহন চ্যাটার্জির সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রীমতি মাধবী মিত্র এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	২৪.০১.২০২৫	১১,৩৮,৩৫৯/-
৩.	শ্রী অমিত মন্ডল শ্রী সঞ্জয় মন্ডল, WB0770600000538 (বারাসত শাখা অফিস)।	সম্পত্তির পরিমাণ এরিয়া ৫.৫ শতক অবস্থিত মৌজা : চেকাটি, জেএল নং ৬৭, তৌজি নং ১৭, আরএস দাগ নং ২৫৭/৬২৫, আরএস খতিয়ান নং ১০৪, হাল খতিয়ান নং ১৬৬/১, এলআর দাগ নং ২৬৩, এলঅর খতিয়ান নং ৪৪৫, বর্তমানে ৪৪৬৩, থানা : গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৪৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : বিপ্লব সিংহ এর সম্পত্তি, পূর্বে : কাঁচা সড়ক, পশ্চিমে : অরবিন্দ দাসের সম্পত্তি।	১৭.০২.২০২৫	৩,২৬,৮৭৫/-
৪.	শ্রী ওম প্রকাশ দুবে, শ্রীমতি বিজয়া দেবী দুবে, শ্রী অবোধ কিশোর দুবে, WB0071300107095 (কলকাতা শাখা অফিস)।	ফ্ল্যাট ৩য়তলে , পরিমাণ ১২১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০৬, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, মৌজা : বেহালা, জেএল নং ২, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, দাগ নং ৮৪১, খতিয়ান নং ২৩৩৯, খতিয়ান নং ২৩৩৮, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬০। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট কেএমসি রোড, দক্ষিণে : ২০ চওড়া কেএমসি রোড, পূর্বে ৪৬, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পশ্চিমে : ৪৮ মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড।	১৭.০২.২০২৫	২,৬১,৬৩০/-
৫	শ্রী শেখ আবদুল সেলিম এবং শ্রীমতি মহমুদা বেগম, WB0070610002230 (কলকাতা শাখা অফিস)।	ফ্ল্যাট নং সি -১০৩, ৩য়তলে, বিন্দু অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ৭৪০.৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০৩,ঢাকিন সুভাষ পল্লি, মৌজা : মৃগলা, জেএল নং ১০২, আরএস দাগ নং ১৫৩৪, এলআর দাগ নং ২২৩০, আরএস খতিয়ান নং ১৯৯১, এলআর খতিয়ান নং ৬৫৪৩, আরএস এলআর খতিয়ান নং ৮০৫৭ এবং ৮০৫৮, থানা : ডানকুনি, জেলা হুগলি, পিন : ৭১২৩১১,। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৯ ফুট চওড়া পুর সড়ক, দক্ষিণে : লালটু মল্লিকের সম্পত্তি, পূর্বে : প্রতাপ আঢ্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অশ্বিনী দাসের সম্পত্তি।	২৮.০১.২০২৫	৬,৭৮,৮৯৫/-
৬	শ্রীমতি অঞ্জনা রপতান, শ্রী কল্লোল রপতান, WB0700610003774 (গড়িয়া শাখা অফিস)।	ফ্ল্যাট নং এফ-১, ২য়তলে, স্বস্তিক অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ ৭৮৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ২১২, তারামণি ঘাট রোড, মৌজা : পশ্চিম পুটিয়ারি এবং হরিদেবপুর, সিএস দাগ নং ২২৫ এবং ১৭০, আরএস দাগ নং ২২৫/১৪৮৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৪, সিএস খতিয়ান নং ১৮৭ এবং ৩৯১, তৌজি নং ৩৩১৪, আরএস নং ২৭৫,জেএল নং ২৬, থানা : হরিদেবপুর,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০৪১ ।সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : জওহরলাল সাহার সম্পত্তি, পূর্বে : লাবণ্য প্রভা সরকারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : চপলা সুন্দরী পাল।	১৭.০২.২০২৫	১৫,৬৩,৭৯২/-
৭	শ্রী রাজু বাঁশফোরে এবং শ্রীমতি আভা বাঁশফোরে। WB0700610002093 (গড়িয়া শাখা অফিস)।	ফ্ল্যাট ৪র্থতলে ভবনের নাম বিজয় বীণা অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ৬২৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং এম-১৩, ফতেপুর ফার্স্ট লেন,মৌজা : গার্ডেন রিচ, আরএস দাগ নং ২৯৩, ২৯৪ এবং ২৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৮০, তৌজি নং ৬৭, জেএল নং ১০৮, পূর্বতন ১১৩, থানা : মেটিয়াব্রুজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০২৪। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে ফতেপুর ফার্স্ট লেন, দক্ষিণে : বিজন ঘোষের ভবন, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : শ্রী জয়ন্ত ঘোষের ভবন।	২৪.০২.২০২৫	১৬,৬৭,৫৩৭/-

এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বাইরের অংশেও সাঁটানো হয়েছে

তারিখ : ০৪.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পোঃঅঃ- কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৯.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৬১,১৯,০৯৩.৩৪ টাকা** (একষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার তিরানব্বই টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪৩,৪৯,৪৩০.৯২ টাকা + ১৭,৬৯,৬৬২.৪২ টাকা) **০৩.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা (এইচবিএল): শ্রী রজত নাথ,** পিতা- প্রয়াত বীরেন চন্দ্র নাথ, বি-৮/৬৭, ব্লক বি, প্রথম তল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন , ৭৪১২৩৫ -এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট এর নাম ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) জামিনদার(গণ)/ডিরেক্টর(গণ) খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা (এইচবিএল): **শ্রী রজত নাথ,** পিতা- প্রয়াত বীরেন চন্দ্র নাথ, বি-৮/৬৭, ব্লক বি, প্রথম তল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন , ৭৪১২৩৫ ২. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স নাথ উদ্যোগ স্বত্বাধিকারী: শ্রী রজত নাথ বি-৭/৩৫(এস), সেন্ট্রাল পার্ক, কল্যাণী, পিন - ৭৪১২৩৫, নদীয়া ৩. স্বত্বাধিকারী / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারর / বন্ধকদাতা: শ্রী রজত নাথ, পিতা- প্রয়াত বীরেন চন্দ্র নাথ, বি-৮/৬৭, ব্লক-বি, প্রথমতল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন , ৭৪১২৩৫ জামিনদার-: শ্রীমতী সুস্মিতা নাথ স্বামী-রজত নাথ বি-৮/৬৭, ব্লক বি, প্রথমতল, শান্তিপ্রোভা অ্যাপার্টমেন্ট, কল্যাণী, পোস্ট ও থানা- কল্যাণী, পিন-৭৪১২৩৫ খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট শাখা	জি-৪ বহুতল ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট নম্বর 'বি-জি' সমগ্র আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, গ্রাউন্ড ফ্লোরে কমবেশি ৮০০ (আটশত) বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকা এবং ১০০০ (এক হাজার) বর্গফুট (দক্ষিণমুখী-পিছন দিকে) সুপার বিল্ট এলাকা, যার আছে তিনটি বেড রুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর এবং দুটি টয়লেট, সেইসঙ্গে রাস্তা, প্যাসেজ, গেট, সিঁড়ি ও লিফট পথের সাধারণ ব্যবহারকারীর অধিকার এবং প্লট নং বি -৮/৬৭ সাব ব্লক নং বি-৮ ব্লক নং 'বি'-এর কল্যাণী টাউনশিপ, সাব ডিভিশন কল্যাণী, পোস্ট এবং থানা কল্যাণী অধীন, নদীয়া জেলায়, যা **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ৩০ ফুট চওড়া রোড, দক্ষিণ- বাড়ি নং বি-৮/৭৪, পূর্ব- বাড়ি নং বি-৮/৬৮, পশ্চিম বাড়ি নং বি-৮/৬৬ দ্বারা।	৬১,১৯,০৯৩.৩৪ টাকা (একষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার তিরানব্বই টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৪৩,৪৯,৪৩০.৯২ টাকা + ১৭,৬৯,৬৬২.৪২ টাকা) ০৩.০৩.২০২৫ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	ক) ২৫,৬৫,০০০.০০ টাকা (*) (পঁচিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র) খ) ২,৬০,০০০.০০ লক্ষ টাকা (দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB11662032541 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) প্রতীকী দখল

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ০৩.০৩.২০২৫
স্থান: কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২১.০৩.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান:
১.	**ঋণগ্রহীতা- সাকেত ইনফ্রা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড ঠিকানা:** ৪৬, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, রুম নং ৪, কলকাতা- ৭০০০১২ **ব্যক্তিগত জামিনদার- (১) শ্রী সাকেত খৈতান,** পিতা-শশী কান্ত খৈতান **ঠিকানা-** ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১ এ ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮। **(২) শ্রী সৌরভ খৈতান,** পিতা বিজয় কুমার খৈতান, ঠিকানা- ৫০৩ গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্ট, শান্তি ভবন, ব্যাঙ্ক মোড়, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড-৮২৬০০১। **(৩) শ্রীমতী কিরণ খৈতান,** পিতা-মাতাদিন টিব্রেওয়াল , **ঠিকানা-** ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮। **(৪) শ্রী অভিষেক টিব্রেওয়াল,** পিতা- লক্ষ্মণ প্রসাদ টিব্রেওয়াল, ঠিকানা-ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১ এ ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮ **(৫) শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র,** পিতা- প্রথম নারায়ণ মিশ্র, **ঠিকানা-** রানিয়া এ, প্রগতি পার্ক, রাজপুর সোনারপুর(মিউ), বোড়াল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫৪ এবং **কর্পোরেট জামিনদার: সাকেত প্রমোটার্স লিমিটেড। ঠিকানা:** ৪৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১২	ফ্ল্যাট নং ৪বি (২ বিএইচকে) ৪র্থ ফ্লোরে এলাকার পরিমাপ ১১০৬ (এক হাজার একশো ছয়) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা (বাস্তবিক দখলের অধীনে) 'সাকেত সদন' নামে এবং শৈলীর বিল্ডিং-এর মধ্যে সবগুলিই রয়েছে সেখানে থাকা জমি বা গ্রাউন্ড এর অবিভক্ত আনুপাতিক অবিচ্ছেদ্য শেয়ার সহ যে অংশে এটি স্থাপন করা হয়েছে এবং নির্মিত হয়েছে তার আনুমানিক এলাকা কমবেশি ১১ (এগারো) কাঠা ২ (দুই) ছটাক এবং প্রেমিসেস নং ২৩১এ, রায় বাহাদুর রোড, থানা-বেহালা, ওয়ার্ড নং ১১৮, বরো নং ১৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪-এ অবস্থিত এবং সমগ্র আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫১৯ এবং আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫২৫ এর একটি অংশ। আরএস. খতিয়ান নং ১১৭৯ এ রেকর্ড করা হয়েছে মৌজা - পুঞ্জা সাহাপুর, জেএল নং.৯, তৌজি নং ১৫৯, ২০৬, ২১০ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উপরোক্ত প্রেমিসেস সাকেত প্রমোটার্স লিমিটেড দ্বারা নিবন্ধিত দলিল নং ২০১৯ সালের ০০৪২৬ দ্বারা বন্ধক রাখা হয়েছিল। যে প্রেমিসেসে আবাসিক ভবন 'সাকেত সদন' তৈরি করা হয়েছে, সেটি **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- সুনীল ঘোষের বাড়ি, পূর্বে- ২৩১ নং প্রেমিসেসের জমি, রায় বাহাদুর রোড, দক্ষিণে - রায় বাহাদুর রোড, পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **দ্রষ্টব্য- ডিআরটি-১ তে এস.এ./২৭৫/২০২৩- দ্বারা এ উপরের সম্পত্তিতে এসএ দায়ের করা হয়েছে। তবে এসব সম্পত্তি বিক্রির বিরুদ্ধে কোনো স্থগিতাদেশ নেই। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে**	২,৩৪,২৪,৯৯৫.০০ টাকা **(দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই টাকা মাত্র) ১২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী,** এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদির সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ। ৫০.৪০ লক্ষ টাকায় ১টি ফ্ল্যাট বিক্রয়লব্ধ অর্থ কম কেটে নেওয়া হয়েছে। নিলামের তারিখ ১৩.১২.২০২৪	ক) ৪১,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,১৫,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি: ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ পরিদর্শনের তারিখ: ১৭.০৩.২০২৫
২.	ঋণগ্রহীতা : ১) সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, **স্বত্বাধিকারী - প্রয়াত সন্তু দত্ত,** পি-২৭১ বেনারস রোড, শহর- হাওড়া, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০৮, এবং ৭২/১ মকড়দহ রোড পোস্ট- কদমতলা, শহর- হাওড়া, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০১ **২) শ্রী সমীর দত্ত,** পিতা- প্রয়াত পরেশ নাথ দত্ত, **প্রয়াত সন্তু দত্তের আইনগত উত্তরাধিকারী** (সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের **স্বত্বাধিকারী ও জামিনদার)** দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, দমদম পার্ক প্রেমিসেস নম্বর ৬২, থানা দমদম, কলকাতা ৭০০০৫৫। এবং গোকুল ধাম, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ৬৪, দমদম পার্ক, কলকাতা-৭০০০৫৫। **৩) শ্রীমতী মহামায়া দত্ত** স্বামী - প্রয়াত পরেশ নাথ দত্ত , **প্রয়াত সন্তু দত্তের আইনগত উত্তরাধিকারী (সৌরভ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী),** দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ, দমদম পার্ক প্রেমিসেস নম্বর ৬২, থানা দমদম, কলকাতা ৭০০০৫৫ এবং গোকুল ধাম, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ৬৪, দমদম পার্ক, কলকাতা-৭০০০৫৫।	সম্পত্তি- 'দিগন্তিকা অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত একটি পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলার উত্তর পশ্চিম দিকে ১০২৫ বর্গফুট (প্রায়) সুপার বিল্ট এলাকাযুক্ত ফ্ল্যাট নং ৩ এর সকল যা কমবেশি ৫ কাঠা এলাকা পরিমাপের 'বাস্তু' জমির উপর অবস্থিত যার পৌরসভার হোল্ডিং নং. ৬৫/এ, দমদম পার্ক এবং প্রেমিসেস নং ৬২ দম দম পার্ক, থানা - লেক টাউন (পূর্বতন দমদম), কলকাতা - ৭০০০৫৫, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, এডিএসআর বিধাননগর, মৌজা-কৃষ্ণপুর, জেএল নং -১৭, সিএস দাগ নং ২৩৬৬, দলিল নং আই-০৯০৪৪ সাল- ২০০৩, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমার মধ্যে। **নিম্নোক্ত মতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণে- প্লট নং ৬৯, পূর্বে- প্লট নং ৬১, পশ্চিমে- প্লট নং ৬৩। ২০০৩ সালের দলিল নং আই-০৯০৪৪ অনুসারে সম্পত্তিটি শ্রী সন্তু দত্ত এবং শ্রী সমীর দত্তের নামে রয়েছে। **ব্যাংকের বাস্তবিক দখলের অধীনে সম্পত্তি বিঘ্নঃ উপরোক্ত সম্পত্তির জন্য এসএ/১০৩/২০২৩ ধারা অনুসারে ডিআরটি ৩-এ এসএ দায়ের করা হয়েছে। তবে, এই সম্পত্তি বিক্রির বিরুদ্ধে কোনও স্থগিতাদেশ নেই।**	৫৬,৪৬,৩০০.৫০ টাকা **(ছাপ্পান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ১০.১০.২০২২ অনুযায়ী (অর্জিত অনাদায়ী সুদ এবং অর্জিত চার্জ সহ)** তদুপরি ১১.১০.২০২২ থেকে আরও সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	সংরক্ষিত মূল্য ৩৭,৫০,০০০.০০ টাকা ইএমডি @১০% ৩,৭৫,০০০.০০ টাকা দর বৃদ্ধির পরিমান ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি: ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ পরিদর্শনের তারিখ: ১৭.০৩.২০২৫
৩.	ঋণগ্রহীতা: **শ্রী শম্ভু শ'** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১/৪, ২য় ফ্লোর, ইছামতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪। **শ্রীমতী পুস্পা শ'** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১/৪, ২য় ফ্লোর, ইছামতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১/৪ তৃতীয় তলে (পূর্ব দিকে) 'ইছামতী' নামক ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৬৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ কম বেশি, ২ বেডরুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক ২২ বর্গফুট এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, দাগ নং ৭৫৩, খতিয়ান নং ৫৯৬, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, থানা নরেন্দ্রপুর (পুরনো থানা সোনারপুর) জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি আছে ১. শম্ভু শ',** পিতা মনোহর লাল শ', **২. পুষ্পা শ'** স্বামী শম্ভু শ' **-এর নামে।** **২০০৬ সালের দলিল নং ৩৯৯৬,** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৩৫, পৃষ্ঠা ২০০৭-২০৩৭ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলীকৃত**	২৭,১৮,৭৬২.০০ টাকা **(সাতাশ লক্ষ আঠার হাজার সাতশো বাষট্টি টাকা মাত্র)** ২৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তি হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ।	ক) ২২,৩১,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৩,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি: ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫ পরিদর্শনের তারিখ: ১৭.০৩.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৪.০৩.২০২৫
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অভিষেক ডালমিয়াকে ডেকে এনেও অবজ্ঞা, ডাকা হল না মঞ্চে

লোক দেখিয়ে সিএবিতে দায়সারাভাবে সুপারম্যানের ফেয়ার ওয়েল

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ঋদ্ধিমান সাহার অনুষ্ঠানে সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাসরা হাজির থাকলেও দেখা গেল না সচিব নরেশ ওঝাকে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের ছেলে পর, পরের ছেলে আপন। সিএবির নতুন যাত্রাপালার নাম যেন এটাই। কেউ নিশ্চয়ই ভোলেননি বিশ্বকাপের সময় বিরাট কোহলির জন্মদিন উপলক্ষ্যে তোড়জোড়ের কথা। সোনার ব্যাটে বরণ থেকে কেক কাটা, লেজার শো, মুখোশ কত কীই না পরিকল্পনা করে ফেলেছিল সিএবি। যদিও সেই মেগা অনুষ্ঠানে জল ঢেলে দেয় বিসিসিআই। অন্যদিকে ঘরের ছেলে ঋদ্ধিমান সাহা যেন ‘দুয়োরানি’! তার আজীবন কেরিয়ারের স্বীকৃতিস্বরূপ অবসরের প্রায় দেড়মাস পর ফেয়ার ওয়েলে মিলল রুপোর গ্লাভস। একেবারেই লোকদেখানো। যা না করলেই যেন ভাল হত। প্রচার হল জমকালো অনুষ্ঠান। কিন্তু এ যে শুধুই কালো, শুধুই অন্ধকার!

বিলম্বিত বোধদয় হয়েও দায়সারা সংবর্ধনা। বাংলার ক্রিকেটের আইকন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এলেন একেবারে নিয়মরক্ষা করতে। মঞ্চে দুটো কথা, ঋদ্ধির হাতে স্মারক তুলে দেওয়ার মাঝে মগ্ন থাকলেন ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দেখতেই। আগেই কাশীপুর বেলগাছিয়ার বিধায়ক ও কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সময় দিয়ে এসেছেন। ঋদ্ধির অনুষ্ঠানের মাঝপথেই ছুটলেন বাইপাসের ধারে এক পাঁচতারা হোটেলে স্পনসর অনুষ্ঠানের অ্যাওয়ার্ড শো’তে। সেটাই যেন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেখানেই হাজির তৃণমূলের ক্রীড়ামন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী, মুখপত্র সহ তৃণমূলের দাপুটে নেতারা। ইডেনে ঋদ্ধির অনুষ্ঠানে তার পিছনেই আলো করে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, আর সিএবির সাব কমিটিতে আসা মুখ্যমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী কুসুম কুমার দ্বিবেদী।

টাউন ক্লাবে বিতর্কে জড়ানো কর্তা দেবব্রত দাস সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তরফে পাঠানো দলের সই করা জার্সি ও স্মারক তুলে দিলেন ঋদ্ধির হাতে। যেন বিষ গেলার মতো করেই। শেষবার ঋদ্ধির রঞ্জি খেলার সময় বিদেশে (ইজিপ্ট) ঘুরতে গিয়েছিলেন। এদিনও মুখে হাসি নেই। থাকবেই বা কীভাবে! ঋদ্ধির অভিমান করে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরা চলে যাওয়ার কালপ্রিট তো তিনিই। তাঁর তীর্যক মন্তব্যই মেনে নিতে পারেননি ঋদ্ধি। তাতে সুপারম্যানকে ব্রাত্য করে দিতে পারে, কিন্তু দেবব্রত দাসকে জামাই আদর করেই পদ দিয়ে রাখা হয়েছিল। কেউ জবাবও চায়নি।

মঞ্চ আলো করে দেবব্রত দাসই নন, চেন্নাই সুপার কিংসের তরফে পাঠানো স্মারক ঋদ্ধির হাতে তুলে দেন সিএবি বিতর্কিত কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী, গুজরাত টাইটান্সের পাঠানো উইকেটকিপিং গ্লাভস তুলে দেন সিএবি সহ-সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস যদিও এদিনও দেখা যায়নি যুগ্মসচিব নরেশ ওঝাকে। সিএবির অন্দরে কান পাতলে জানা গেল, সবুজ মাঠ নয়, কয়লা খাদানই তাঁর প্রিয়। হয়তো সেই কাজেই ব্যস্ত আছেন। কিন্তু অভিষেক ডালমিয়া! প্রাক্তন সভাপতি! যাঁর বাবা জগমোহন ডালমিয়াকে প্রাণপুরুষ মানা হয়, তাঁর সন্তানকে অবহেলা কেন? কীসের ভয়? আমন্ত্রণ করে মঞ্চে তোলার প্রয়োজনই মনে করলেন না কর্তাব্যক্তিরা? অভিষেক ডালমিয়া তো এখনও সক্রিয় ক্রিকেট প্রশাসনে। ময়দানের অজাতশত্রু আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যও। তবু অবজ্ঞা নাকি ভয়! অনুষ্ঠানে বিশ্ববন্দিত সিএবির প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্মারক তুলে দিতে ডাকা হয়েছিল মঞ্চে, তিনি ছাড়া আর মাত্র একজন প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া উপস্থিত ছিলেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মঞ্চে উঠলেও ব্রাত্যই থেকে গেছেন অভিষেক ডালমিয়া। এমনকি অনুষ্ঠান শেষে ভোট অফ থ্যাঙ্কসেও তাঁর নাম উচ্চারণ করা গেল না! কে না জানে, মিতভাষী অভিষেক ডালমিয়ার ক্রিকেট ময়দানে জনপ্রিয়তা, সিএবির সচিব থেকে সর্বকনিষ্ঠ সভাপতির পদ দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন। এই জনপ্রিয়তাতেই কি ঈর্ষা? নাকি নির্বাচনের অঙ্কে চাপ বেড়ে যেতে পারার জটিল মানসিকতার অঙ্ক! কে দেবেন উত্তর! এবারই তো প্রথম নয়, মনোজ তিওয়ারির সংবর্ধনার সময়ও অভিষেক ডালমিয়াকে ধন্যবাদ জানানোর সৌজন্য দেখায়নি সিএবি। তবু অভিষেক ডালমিয়া তিনি থোড়াই কেয়ার। তিনি বলেন, বাবার দেখানো পথে উন্নয়ন করাই একমাত্র লক্ষ্য। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে একদিন-এর পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া নিতে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তিনি ফোন করেনওনি।

বিরাট কোহলির বেলায় লেজার শো’র পরিকল্পনা হয়েছিল দ্রুত, ঋদ্ধিমানের বেলায় আতশবাজি। আসলে কি সবই ভোটের জন্য কারসাজি! না বলবার লোক কোথায়! মিডিয়া আমন্ত্রিত, তবে লক্ষ্মণগণ্ডি কেটে দেওয়া হয়েছিল তাদের জন্য অনেক দূরে। শুধু অনুষ্ঠান দেখো, ফুড প্যাকেট নাও আর বাড়ি চলে গিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দাও।তবু এরমধ্যেই নজর কেড়েছেন সঞ্জয় দাসের মতো কর্তারা। সঞ্জয় দাসের উদ্যোগেই ত্রিপুরা ছেড়ে ফের বাংলায় ফিরে আসেন ঋদ্ধিমান। তাঁদের মতো কর্তারা আছেন বলেই ঋদ্ধিমান জীবনের শেষ ম্যাচটি খেলেন বাংলার জার্সিতেই। না হলে, যেভাবে ঋদ্ধিমানের শেষ ম্যাচে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন কর্তারা, যেভাবে আলোয় উদ্ভাসিত ইডেন দেখিয়ে অন্ধকারে ঋদ্ধির সংবর্ধনা সারলেন তাতে ক্রিকেটের নন্দনকাননও লজ্জা পাবে। যা পাওয়া উচিত ছিল আসলে কর্তাদের। তাঁরাই সর্বময়, ঋদ্ধিরা সেখানে ছায়া মাত্র। আর তাঁবেদারি করা মিডিয়া যেন কাঠের পুতুল।

সুবিধা পাচ্ছে ভারত! অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘ঘরের মাঠ’ দুবাইয়ে খেলার সুবিধা পাচ্ছে ভারত! অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত

দুবাইয়ের মাঠে সব ম্যাচ খেলার কারণে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে ভারত, এমন একটা অভিযোগ বহু দিন ধরেই উঠছে। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে সেই অভিযোগ সটান উড়িয়ে দিলেন রোহিত শর্মা। সাফ জানালেন, একই মাঠে খেললেও আলাদা আলাদা পিচে খেলার কারণে তাঁদেরও একই পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে।

পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের বেশ কিছু প্রাক্তন ক্রিকেটার আপত্তি জানিয়েছেন দুবাইয়ে রোহিতদের খেলা নিয়ে। তাঁদের দাবি, আলাদা আলাদা মাঠে আলাদা পরিস্থিতিতে না খেলার কারণে সে ভাবে পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে না ভারতকে।

সমালোচনার জবাবে রোহিত বলেছেন, প্রত্যেক বার আলাদা পিচে খেলার কারণে আমাদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। যে তিনটে ম্যাচ দুবাইয়ে খেলেছি, প্রত্যেকটা আলাদা আচরণ করেছে। এটা আমাদের দেশের মাঠ নয়। এটা দুবাই। আমরা খুব বেশি ম্যাচ এখানে খেলি না। আমাদের কাছেও এই মাঠ নতুনের মতোই।

রোহিতের মতে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্রুত পিচের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে সুবিধা পাবে ভারত। তাঁর কথায়, এখানে চার-পাঁচটা পিচে খেলা হচ্ছে। আমরা জানি না সেমিফাইনাল কোন পিচে খেলা হবে। যা-ই হোক, আমাদের দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে।

উদাহরণ হিসাবে রোহিত তুলে ধরেছেন নিউ জলিয়্যান্ড ম্যাচের কথা। জানিয়েছেন, নিউ জিল্যান্ড বল করার সময় সুইং হচ্ছিল। প্রথম দু’টি ম্যাচে সেটা তাঁরা দেখতে পারেননি। আগের ম্যাচে বেশি স্পিন হয়নি। রবিবারের ম্যাচে সেটা দেখা গিয়েছে। রোহিতের কথায়, তএতেই বোঝা যায় প্রত্যেক ম্যাচে পিচ আলাদা আচরণ করছে। ফলে আমরা কখনওই আগে থেকে জানতে পারি না যে পিচ কেমন আচরণ করবে।

রোহিতের মতে, তাঁরা দুবাইয়ের পিচ আগে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন বলেই সাফল্য পাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, ত্তাত দু’মাসে দুবাইয়ের খেলা কোন দিকে গড়িয়েছে, সেটার খেয়াল রেখেছি আমরা। জানতাম এখানকার পিচ ধীর গতির হবে। এখানকার টি-টোয়েন্টি লিগের ম্যাচ দেখেছি। তাতে মনে হয়েছিল স্পিনারেরা সাহায্য পাবে।

রেলের গতি, বাস্কেটবলের শক্তি! ১৪তম যুব বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট জিতলো মেট্রো রেলের বাস্কেটবল দল। কলকাতা মেট্রোর জন্য আরও এক গর্বের মুহূর্ত! অভিনন্দন জানালেন মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার উদয় কুমার রেড্ডি।

জল্পনায় ছিলেন বেঙ্কটেশ, তবু রাহানেই অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: জল্পনার অবসান। সোমবার অধিনায়কের নাম ঘোষণা করে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। অভিজ্ঞ অজিঙ্ক রাহানেকে বেছে নেওয়া হল অধিনায়ক হিসাবে। তবে ভাবনায় ছিলেন বেঙ্কটেশ আয়ারও। কেন তাঁকে টপকে রাহানেকে অধিনায়ক করা হল, তা জানানো হয়েছে কেকেআরের তরফে।

কেকেআরের সিইও বেঙ্কি মাইসোর জানিয়েছেন, রাহানের অভিজ্ঞতা এবং পরিণতবোধ বেশি হওয়ায় তাঁকে নেতা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। মাইসোর বলেছেন, অজিঙ্ক রাহানের মতো এক জন নেতা পেয়ে আমরা খুব খুশি। রাহানের মধ্যে নেতা হিসাবে অভিজ্ঞতা এবং পরিণতবোধ রয়েছে। বেঙ্কটেশ আয়ারও দীর্ঘ দিন ধরে এই দলের হয়ে খেলছে। ওর মধ্যেও নেতা হওয়ার প্রচুর গুণ রয়েছে। আশা করি এই দু’জনে মিলে ট্রফি ধরে রাখার জন্য সব রকম চেষ্টা করবে।

অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়ে রাহানে বলেছেন, কেকেআরের নেতা হওয়ার দায়িত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত। আইপিএলের অন্যতম সফল দলগুলির মধ্যে একটি কেকেআর। আমাদের দুর্দান্ত এবং ভারসাম্যযুক্ত একটা দল রয়েছে। সবার সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। ট্রফি ধরে রাখতে মরিয়া।

ঘরোয়া ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে রাহানের। সম্প্রতি মুম্বই রাজ্য দলকে গোটা মরসুমে দু’টি ফরম্যাটে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি জাতীয় দলেও নেতা ছিলেন। ২০২০-২১ অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতের ট্রফি জয়ের কান্ডারি ছিলেন রাহানেই। বিরাট কোহলি প্রথম টেস্ট খেলে দেশে ফিরে যাওয়ার পর বাকি তিনটি টেস্টে দেশকে নেতৃত্ব দেন রাহানেই। এ বার রাহানের নেতৃত্বে মুম্বই রঞ্জির সেমিফাইনালে তুলেছেন।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

মোবাইল চার্জারের তার গলায় পেঁচিয়েই কংগ্রেস নেত্রী হিমানীকে খুন

চণ্ডীগড়, ৩ মার্চ কংগ্রেস: নেত্রী হিমানী নরওয়ালকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে, তা আগেই অনুমান করেছিলেন তদন্তকারীরা। সোমবার হরিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে, হিমানীকে খুন করতে ব্যবহার করা হয় মোবাইলের চার্জার! ওই চার্জারের তার গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। খুনের ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই শচিন নামে এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে। হরিয়ানার রোহতকে নিজের বাড়িতেই হিমানীকে খুন করা হয়। তার পর তাঁর দেহ ট্রলিতে ভরে ফেলে আসা হয় সাম্পলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে হাইওয়ের ধারে, এমনই জানালেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, হিমানীকে খুন করেন শচিনই! পুলিশি জেরায় সেই কথা স্বীকারও করেন ধৃত। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত বিবাহিত। ঝাজ্জর জেলার একটি মোবাইল দোকান চালান। রোহতকের এডিজিপি কৃষ্ণকুমার রাও বলেন, ‘শচিনের সঙ্গে সমাজমাধ্যমে আলাপ হয়েছিল হিমানীর। রোহতকে একাই থাকতেন হিমানী। সেই বাড়িতে যাতায়াত ছিল শচিনের। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি অভিযুক্ত হিমানীর বাড়ি এসেছিলেন। কোনও এক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। অশান্তির মাঝেই মোবাইল চার্জারের তার গলায় পেঁচিয়ে হিমানীকে খুন করেন অভিযুক্ত!’

শচিন একা, নাকি খুনের নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছেন, সেই প্রশ্নও উঠছে। হিমানীর মা সবিতা বার বার দাবি করছেন, কোনও এক জন ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁর কন্যার খুনে একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন বলে মনে করছেন তিনি। পুলিশও সেই দাবি উড়িয়ে দিচ্ছে না। পুলিশের দাবি, খুন করার পর হিমানীর গয়না, মোবাইল এবং ল্যাপটপ লুট করা হয়। তার পর দেহ ওই বাড়িতে থাকা একটি ট্রলিতে ভরে ফেলে আসা হয়। ঘটনাটিকে ডাকাতির ঘটনা হিসাবে সাজানোর চেষ্টা হয়েছিল। অভিযুক্তকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে আর কেউ জড়িত কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তকে জেরা করে সেই তথ্য জানার চেষ্টাও করছেন তদন্তকারী।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবক জেরায় দাবি করেছেন, হিমানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। ব্ল্যাকমেল করে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন হিমানী। যদিও ধৃতের বয়ান খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতের হাতে কামড় এবং আঁচড়ের চিহ্ন মিলেছে। তদন্তকারীদের অনুমান, খুনের সময় হিমানী নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। দু’জনের মধ্যে ধস্তাধস্তিও হয়। তবে পুরো বিষয়টিই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান রোহতকের এডিজিপি।

ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার জেলেনস্কির

ওয়াশিংটন, ৩ মার্চ: দৃঢ়চেতা, কিন্তু কৌশলী ভলোদিমির জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসে শুক্রবারের বিতণ্ডার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ওভাল অফিসে যে দ্বন্দ্ব হয়েছে তা ইউক্রেনে শান্তির জন্য ‘ইতিবাচক কিছু বয়ে আনেনি’। দু’দিনের যুক্তরাজ্য সফরের সমাপ্তিতে শুধু ইউক্রেনের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জেলেনস্কি বলেছেন, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যখন প্রকাশ্যে হয় তখন শত্রুরা তার সুযোগ নেয়। যদিও তিনি আশা করছেন, হোয়াইট হাউসে যে ঘটনা ঘটেছে, তা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। ওই বৈঠকের পর তাঁর জায়গা থেকে হোয়াইট হাউসের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান চালানোর বিষয়ে যে চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল, সেটি স্বাক্ষর হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স যখন তাঁকে চেপে ধরেছিলেন, সে সময় তাঁর ওপর তাঁরা অতর্কিত বাক্‌,আক্রমণ করেছিলেন কি না, সে বিষয়ে কিছু বলেননি জেলেনস্কি। বরং ‘মতভিন্নতার মূল কারণগুলো নিরসনের জন্য আবার আমন্ত্রণ জানানো’ হলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। অবশ্য যখন জেলেনস্কিকে প্রশ্ন করা হয় রাশিয়ার সঙ্গে তিন বছর ধরে চলা যুদ্ধের সমাপ্তি টানার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করতে তিনি আবার হোয়াইট হাউসে যাবেন কি না, তখন তিনি বলেছেন, তিনি শুক্রবার সেখানে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করবেন না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। শুক্রবার ওয়াশিংটনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। জেলেনস্কি বলেন, ‘আমি ট্রেনে ১২ ঘণ্টা ভ্রমণ করেছি, তারপরে ১১ ঘণ্টা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেছি। কারণ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রধান অংশীদারদের অন্যতম এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সে কারণে হোয়াইট হাউসে আমার উপস্থিত হওয়াটা ছিল আমার জন্য বিনয় দেখানো।’ লন্ডন থেকে উড়াল দেওয়ার আগে আগে সাংবাদিকদের এ কথাগুলো বলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউসে ওই বিপর্যয়কর বৈঠকের পরই লন্ডনে এই সফর করেন জেলেনস্কি। হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে ওই বৈঠকে তিনি আমেরিকার সামরিক সহায়তার জন্য যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছিল, রাশিয়ার সঙ্গে এই যুদ্ধে তাঁর দেশ জিতবে না। জেলেনস্কি আরও বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে লন্ডন, ফ্রান্স নেতৃত্বাধীন শান্তিপ্রচেষ্টা যেটা নিয়ে রোববার লন্ডন সম্মেলনে ইউরোপের নেতারা আলোচনা করেছেন, তা আগামী সপ্তাহগুলোতে ফলপ্রসূ হতে পারে। জেলেনস্কি ইঙ্গিত দিয়েছেন, তুরস্ক, লিথুয়ানিয়া ও লাটভিয়ার মতো বাল্টিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ এবং ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের মতো নরডিক দেশসহ অন্যান্য দেশ এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে।

Howrah Municipal Corporation
Borough-V
107/C, Kashinath Chatterjee Lane, Howrah-711102, Ph: 033-2678-0031
E-TENDER NOTICE
E-Tender No.:- TN/005/ AE/B-V/ 24-25, Date : 01.03.2025
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough–V. Visit the sites: **www.wbtenders.gov.in** (for tender submission) and also refer to **www.myhmc.in** . Bid submission starting date **04.03.2025 at 6:00 P.M.** (ON-LINE). Bid submission closing date **10.03.2025 at 6:00 P.M.** (ON-LINE).
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-V, H.M.C.

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT,
Dhanirampur, Shibnagar, Murshidabad, 742306
Notice Inviting Re e-Tender /2nd Call Nit No-11/15 th CFC **TIED/DGP/2024-25, Memo No 253/EN/(8)/DGP/2025, Dt 03.03.25.** Last date of bid submission **10.03.25 upto 18.00 hrs,** Technical Bid opening date **13.03.25 at 10 hrs.** For details visit website **http://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Debipur gram Panchayat
Murshidabad

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NETAJI SUBASH PATH, NORTH 24 PGS, PIN - 743145
CORRIGENDUM
This is to notify whomsoever it may concern that with reference to E-tender No: **KPM/NIT-09/23-24/SL-1/II (Tender ID: 2025_MAD_820816_1)** of the organization published in **Ekdin, The Eco of India, Viswamitra on 28/02/2025** inadvertently instead of Work Title, it was published as tender ref. number. Any inconvenience that might cause due to the error is sincerely regretted.
Sd/-
Chairman
Kanchrapara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. EQ. No. 163/PW/ Eng/25 Dt. 28-02-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/045(e)/2024-25
Date: 25.02.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number (as per requirement) of skilled Driver & unskilled labour for operate the conservancy vehicle for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive. (ward no. 1-9).
e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/046(e)/2024-25
Date: 25.02.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Supply of front & rear tyre & tube for Tractor. Documents download start date & Bid submission start date- **27.02.2025.** Bid Submission Closing Date- **10.03.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_২১_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট., সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য কারিগরি ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছে থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** লিলুয়া– রেলওয়ে কলোনি, লিলুয়া-তে স্টাফ কোয়ার্টার, অফিস ও সার্ভিস বিল্ডিংগুলিতে শক্তিসাশ্রয়ী বিএলডিসি ফ্যানের ব্যবস্থা সহ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্যমানঃ** ৭৯,৬২,৪১৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৫৯,৩০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ www.ireps.gov.in**।
(MISC-358/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
(Under Habra II dev. Block)
1 nos e-Tender (Containing 5 nos schemes) has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 09/BGP/15thFC/2024-25 Dt. 03/03/2025 under 15th CFC fund** Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned, **Bid submission start date 03/03/2025 at 5:00 PM and Last date of Bid submission:- 10/03/2025 up to 5:00 PM., Date & Time of opening bids 13/03/2025 at 11.00 AM.**
Sd/-
Pradhan
Banspole Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 01 of 2024-25 of the Assistant Engineer (A-I), Kalna-I (A-I) Sub-Division
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (One) no. sealed tender against 01 (One) group Repairing & Rewinding of 25 HP (2 nos.) 2800/2900/3000 RPM 3 Phase 23/41 Amp 380/400/440 Volts 50 cycle A.C supply Submersible Burnt Motor Pump set of different make under Kalna-I (A-I) Sub-Division under Burdwan (A-I) Division in Purba Bardhaman district in W.B. Form No. 2911 is invited by the Assistant Engineer (A-I), Kalna-I (A-I) Sub-Division Jewdhara, Kalna, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. up to 06.03.2025. Last date of application is on 06.03.2025 up to 2.00 P.M and issue of tender documents for the N.I.T. is on 07.03.2025 up to 2.00 P.M.
Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Kalna-I (A-I) Sub-Division
Jewdhara, Kalna, Purba Bardhaman

Khanakul-II Gram Panchayat
Ramnagar, Khanakul, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development works under vide **Memo No.: 025/KH-II GP/2025, Date: 03.03.2025.** Date of online Submission of Tender: **From 04.03.2025 to 10.03.2025 up to 05:00 PM (IST).** The Technical bid & Financial Bid will be opent after: **13.03.2025, 10:00 AM (IST) onwards.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Khanakul-II Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি** আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার বিভিন্ন বিল্ডিং-এ অন গ্রিড রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের নকশাকরণ, সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৮২,৩৯,২০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৩.২০২৫-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১৩৩আর_এসপিভি৪০০_ডিটি ১-৩-২৫
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

eTender Notice
Mohanpur Gram Panchayet
Barrackpore-II Block,
North 24 Parganas
MEMO NO.
MGP/134/24-25
Date : 28.02.2025/2025
https:/wbtenders.gov.in/
Sd/-
Prodhan
Mohanpur Gam Panchayet

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. : KDHM/47/WS/24-25.
E-Tender ID: 2025_MAD_822446_1.
Categories of Work: Pipe line Interconnection. Last date of Submission of Tender 12.03.2025. Details of tender notice can be seen at : **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Khardah Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/565/24-25 Dated 01.03.2025	The Construction of Proposed C.C. Road, Surface Drain & Slab Over Surface Drain from Jilani Hossain House to Pocha's House at Ukhila Majher Molla Para Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 17,66,047.00
WBMAD/ULB/ RSM/566/24-25 Dated 01.03.2025	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP2)] (Length 222.50m) from Epic Garden to Prakriti Abasan Via Srijan House of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 28,86,891.00
WBMAD/ULB/ RSM/567/24-25 Dated 01.03.2025	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 450mm(NP2)] (Length 131.00m) from Skyline Pragati to Jayanta Kar House & P.Sen Chowdhury House to Prantika Villa of Ward No.-28 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 15,31,876.00
WBMAD/ULB/ RSM/568/24-25 Dated 01.03.2025	UPGRADATION OF BITUMINOUS ROAD & ALLIED WORKS AT "JAI-HIND" AUDITORIUM COMPLEX AT WARD NO.- 27; UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 14,90,411.00

Bid Submission end date: **19.03.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৪ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

সবকিছুই চূড়ান্ত, মুম্বইয়ের পর এবার ভারতে দ্বিতীয় শোরুম খুলতে মরিয়া টেসলা সংস্থা !

সব ঠিক মতো চললে মুম্বইয়ে খুলতে চলেছে ইলন মাস্কের সংস্থা টেসলার প্রথম শোরুম। মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের মতো অভিজাত এলাকায় খোলা হবে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল প্রস্তুতকারক সংস্থা টেসলার শোরুম। ইতিমধ্যেই জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। মুম্বইয়ের পর দেশের রাজধানী নয়া দিল্লিতে টেসলা ভারতে তাদের দ্বিতীয় শোরুম খুলবে বলেও পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত।

ভারতে টেসলার গাড়ি ও শোরুম খোলাকে কেন্দ্র করে গাড়িপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে।

টেসলা মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে (বিকেসি) প্রায় চার হাজার বর্গফুট এলাকাজুড়ে তাদের প্রথম শোরুম গড়ে তুলবে। পাঁচ বছরের জন্য লিজে ওই জায়গা চূড়ান্ত করা হয়েছে।এ জন্য মাস্কের সংস্থাকে প্রতি মাসে ৩৫ লক্ষ টাকা ভাড় গুণতে হবে। বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স অভিজাত বাণিজ্যিক এলাকা। সেখানে সাদারণত প্রতি বর্গফুটের ভাড় প্রায় ৯০০ টাকা হিসাবে ধার্য হয়।

টেসলা এ দেশে তাদের দ্বিতীয় শোরুম খুলবে দিল্লির অ্যারোসিটিতে। কাজ বেশ

কিছুটা এগিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার সাম্প্রতিক মার্কিন সফরের সময় টেসলার সিইও এলন মাস্কের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বৈঠকের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে, ভারতে ১৩টি পদে চাকরির জন্য টেসলার আগ্রহীদের আবেদন জমার কথা জানায়। এরপরই দু'টি শোরুমের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফরের পরই ইলন মাস্কের সংস্থা টেসলা-র ভারতে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। ২০২৪ সালেই ভারতে টেসলা শোরুম খুলতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছিল। কিন্তু আমদানি শুল্ক সংক্রান্ত জটিলতার জেরে তা থমকে যায়। সেসময় নিজের ভারত সফরও বাতিল করেছিলেন মাস্ক।

ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতায় বসার পর থেকেই পরিস্থিতির বদলাতে শুরু করে। ট্রাম্পের চাপের মুখে মার্কিন পণ্যে আমদানি শুল্ক কমিয়েছে মোদি সরকার। এরপরই ভারতে শোরুম খোলার পথে পদক্ষেপ শুরু করে মাস্কের সংস্থা টেসলা।

প্রাথমিক ভাবে জার্মানির কারখানায় তৈরি ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল ভারতে বিক্রি হবে। এর মধ্যে টেসলা ভারতে কারখানা খুলবে। এ জন্য টেসলা কর্তারা এ দেশের কোনও বন্দরের কাছাকাছি জমির খোঁজ করছেন।

ভারতে মহিলাদের চাকরির সুযোগ বেড়েছে ৪৮ শতাংশ, বাড়ছে নতুনদের কদর

ভারতের চাকরির বাজারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ২০২৪ সালের তুলনায়, ২০২৫ সালে মহিলাদের চাকরির সুযোগ ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি (আইটি), ব্যাঙ্ক, আর্থিক পরিষেবা এবং বিমা (বিএফএসআই), উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে চাকরির চাহিদা বেড়েছে।

ফাউন্ডিট (পূর্বে মনস্টার এপ্যাক এবং এমই)-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে মহিলাদের জন্য উপলব্ধ প্রায় ২৫ শতাংশ চাকরিই একদম নতুনদের জন্য। এর থেকে বোঝা যায় যে, আইটি, মানবসম্পদ (এইচআর) এবং মার্কেটিংয়ের মতো ক্ষেত্রে পেশাদারদের চাহিদা বেশি, বিশেষ করে চাকরির প্রথম অবস্থায়। তিন বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলাদের সবচেয়ে বেশি চাকরির সুযোগ রয়েছে, প্রায় ৫৩ শতাংশ। তারপরে চার-ছয় অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের (৩২ শতাংশ) চাকরির সুযোগ রয়েছে। রিপোর্ট অনুসারে, তথ্যপ্রযুক্তি/কম্পিউটার - সফটওয়্যারের মতো শিল্পে মহিলাদের চাকরির সুযোগ রয়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে নিয়োগ/স্টাফিং/আরপিও, বিএফএসআই এবং বিজ্ঞাপন/জনসংযোগ/ইভেন্ট, এই ক্ষেত্রগুলিতে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে।

ফাউন্ডিট-এর প্রতিষ্ঠাতা ভিপি-মার্কেটিং অনুপমা ভিমরাজকা বলেছেন য়ে, 'ভারতীয় চাকরির বাজার দ্রুত বাড়চে, বিশেষ করে উচ্চ-প্রবৃদ্ধির শিল্প এবং প্রযুক্তি-চালিত শিল্পে মহিলাদের জন্য আরও বেশি সুযোগ রয়েছে এবং সুযোগ তৈরিও হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন যে, অফিস থেকে কাজ করার ব্যবস্থায় ৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি, নিয়োগকর্তাদের অগ্রাধিকারের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর কথায়, 'বেতনের সমতা এবং কর্ম-মোড পছন্দের মতো ক্ষেত্রগুলিতে চ্যালেঞ্জ অব্যহত থাকলেও, ২০২৫ সালে মহিলা কর্মীদের অংশগ্রহণের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।'

মজার বিষয় হল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং উৎপাদন ভূমিকাতেও মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গত বছরে ছয় শতাংশ থেকে আট শতাংশে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা সায়েন্স এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মতো উদীয়মান প্রযুক্তিতে বিশেষায়িত প্রতিভার ক্রমবর্ধমান চাহিদাকেও তুলে ধরে।

ভৌগোলিকভাবে, প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা চাকরি পাচ্ছেন। নাসিক, সুরাট, কোয়েম্বাটুর এবং জয়পুরের মতো শহরে মহিলাদের চাকরির হার ৪১ শতাংশে পৌঁছেছে। টিয়ার-১ শহরে এই হার ৫৯ শতাংশ।

মহিলাদের চাকরির জন্য বেতন বন্টন দেখায় যে বেশিরভাগ (৮১ শতাংশ) ০-১০ লক্ষ বার্ষিক বেতনের মধ্যে, তারপরে ১১-২৫ লক্ষের মধ্যে ১১ শতাংশ, যেখানে আট শতাংশ ২৫ লক্ষেরও বেশি আয় করেন। আরেকটি উৎসাহব্যঞ্জক প্রবণতা হল STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) ক্ষেত্রে মহিলাদের উত্থান, কারণ ভারতে STEM স্নাতকদের ৪৪ শতাংশই মহিলা।

বাড়ল দেশের জিডিপি হার, ভারতীয় অর্থনীতিতে আশার আলো ?

ভারতীয় অর্থনীতির সু-দিন ? কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের জিডিপি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। সেই পরিসংখ্যান অনুসারে ওই ত্রৈমাসিকে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৬ শতাংশ।

ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স অফিসের (এনএসও) তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পুরো সময়কালে, সরকারের আশা ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার থাকবে ৬.৫ শতাংশ।

গত অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে জিডিপি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রামীণ চাহিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষা কৃষি উৎপাদনের সহায়ক ছিল। ফলে খরিফ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, গ্রামীণ আয় বেড়েছে। ফলস্বরূপ, ২০২৫ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে কৃষি বৃদ্ধি ৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে মাত্র ০.৪ শতাংশ ছিল।

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের প্রধান অর্থনীতিবিদ উপাসনা ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, গত দুই বছরের জিডিপি পরিসংখ্যানে তীব্র ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন সত্ত্বেও, ২০২৫ অর্থবছরের পরিসংখ্যান স্থিতিশীল রয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও এটি মূলত দ্বিতীয় ত্রৈমাসকের পরিসংখ্যানে ঊর্ধ্বমুখী সংশোধনের কারণে ঘটেছে। তাঁর সংযোজন, 'এদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তৃতীয় ত্রৈমাসকের পরিসংখ্যান ব্যাপকভাবে প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু সিএসও-এর চতুর্থ ত্রৈমাসকের জিডিপির পরিসংখ্যান প্রায় ৭.৫ শতাংশ, যা খুবই ভালো ইঙ্গিত। আশা করছি যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির পরিসংখ্যান সিএসও-এর অনুমানের চেয়ে প্রায় ২০-৩০ ব্যারেল পাউন্ড কম হবে। তাও, আমরা আশা করছি যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বৃদ্ধি প্রায় ৬.৪ শতাংশ হবে, তবে বিশ্ব বাণিজ্য অনিশ্চয়তার মধ্যে নেতিবাচক ঝুঁকির সম্ভাবনা এখনও রয়েছে।'

পোস্ট অফিসের মেগা স্কিমে সুদ পাওয়া যাবে ৭.১ শতাংশ

পোস্ট অফিসের পিপিএফ স্কিম এমন একটি জায়গা যেখানে বিনিয়োগ করলেই সঠিক রিটার্ন পাওয়া যায়। এখানে যদি সময় ধরে ধরে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে নিজের ভবিষ্যৎকে গড়তে বেশি সময় লাগবে না।

পোস্ট অফিসের পিপিএফ স্কিমে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ শুরু করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার একে সহায়তা করে থাকে। এখানে সুদের হার রয়েছে ৭.১ শতাংশ। যদি দীর্ঘসময় ধরে এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন তবে নিশ্চিতভাবে জীবন কাটাতে পারবেন।

যেসব ভারতীয়র বয়স ১৮ বছর তারা অতি সহজেই এখানে নিজের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। আপনার শিশুর জন্যেও এই অ্যাকাউন্ট আপনি খুলতে পারেন। সেখানে অভিভাবক হিসাবে আপনার নাম থাকবে। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারবেন। সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করতে পারে মাসে ১.৫০ লক্ষ টাকা।

এই অ্যাকাউন্ট ম্যাচিউর করবে ১৫ বছর পর। নির্দিষ্ট পোস্ট অফিস থেকেই টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন। যদি হঠাৎ করে টাকার দরকার হয়ে থাকে তাহলে চতুর্থ বছরের পর আপনি সেখান থেকে খানিকটা টাকা তুলে নিতে পারেন।

যদি এখানে মাসে ২ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ১৫ বছর পর আপনার মোট টাকা হবে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। সুদ পাবেন ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৯১৩ টাকা। মোট হাতে পাবেন ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৯১৩ টাকা।

যদি এখানে মাসে ৬ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ১৫ বছর পর আপনার মোট টাকা হবে ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। সুদ পাবেন ৮ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৪০ টাকা। মোট হাতে পাবেন ১৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৪০ টাকা।

যদি এখানে মাসে ১০ হাজার টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ১৫ বছর পর আপনার হাতে মোট হবে ১৮ লক্ষ টাকা। সুদ পাবেন ১৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৬৭ টাকা। মোট টাকা আপনি হাতে পাবেন ৩২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫৬৭ টাকা। তবে সমস্ত টাকা বিনিয়োগ করতে হলে আগে পোস্ট অফিসে গিয়ে সমস্ত তথ্য দেখে নিন। তারপর বিনিয়োগ করবেন। যদি আপনি কোনও ধরণের ক্ষতির সামনে পড়েন তাহলে তার দায় আজকাল ডট ইন নেবে না।

ভুলে এসব করবেন না, কোটি কোটি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থাৎ আরবিআই দেশবাসীর জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের একটি টেক্সট বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক থাকতে বলছে। এই সতর্কতা বিশেষ করে যাঁরা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী তাঁদের জন্য। দেশে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি, সব রাজ্য সরকারও সাইবার জালিয়াতির ঘটনা রোধে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু, প্রত্যেকে সচেতন না হলে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা কমবে না।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতর্কবার্তায় কী বলেছে?

সাইবার অপরাধকারীরা ক্রমাগত নতুন নতুন উপায়ে মানুষকে প্রতারণা করছে। এই পর্বে, ডিজিটাল গ্রেপ্তারের অনেক ঘটনাও সামনে আসছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিজিটাল গ্রেপ্তার থেকে সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়ে জনগণকে সতর্ক করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

বার্তায় উল্লেখ, 'আপনাদের কি ডিজিটাল গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে? আইনে ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মতো কিছুই নেই। ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য শেয়ার করবেন না বা অর্থ দেবেন না। সাহায্যের জন্য ১৯৩০ নম্বরে কল করুন।' প্রতারকরা হোয়াটসঅ্যাপে লোকজনকে ভিডিও কল করছে এবং ডিজিটাল গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করছে। ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মতো অপরাধের কারণে মানুষ কেবল কোটি কোটি টাকাই খোয়াচ্ছেন না, আতঙ্কের কারণে কিছু লোক প্রাণও হারিয়েছেন। আরবিআই স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, ভারতের আইনে ডিজিটাল গ্রেপ্তার বলে কিছু নেই। যদি কেউ কাউকে হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনও ভিডিও কল অ্যাপ্লিকেশনে কল করে ডিজিটালভাবে গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়, তাহলে প্রথমে তাঁর ফোনটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন এবং সাইবার অপরাধের কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০-এ কল করুন ও সম্পূর্ণ তথ্য দিন।